বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

# বার্ষিক প্রতিবেদন

BPSC

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

১৪৩১-১৪৩২ বঙ্গাব্দ

২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

## বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

# বার্ষিক প্রতিবেদন

BPSC

১৪৩১-১৪৩২ বঙ্গাব্দ

২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

মহামান্য রাষ্ট্রপতি,

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪১ অনুচ্ছেদের দফা (১) অনুসারে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ২০২৫ সালের (১৪৩১–১৪৩২ বঙ্গাব্দ) বার্ষিক প্রতিবেদন আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করছি।

সংবিধানের উক্ত অনুচ্ছেদের দফা (২) অনুসারে স্মারকলিপি এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

বিনীত

[অধ্যাপক ড. মোবাশ্বের মোনেম]
চেয়ারম্যান

[ডা: মো: আমিনুল ইসলাম]
সদস্য

[মোঃ সুজায়েত উল্যা]
সদস্য

[ড. নূরুল কাদির]
সদস্য

[ড. মোঃ নাজমুল আমীন মজুমদার]
সদস্য

[মোঃ জহিরুল ইসলাম ভূইয়া]
সদস্য

[অধ্যাপক এএসএম গোলাম হাফিজ]
সদস্য

[অধ্যাপক ড. এম সোহেল রহমান]
সদস্য

[অধ্যাপক ড. চৌধুরী সায়মা ফেরদৌস]
সদস্য

[অধ্যাপক ড. ফেরদৌস আরফিনা ওসমান]
সদস্য

[অধ্যাপক ডা. এ.টি.এম. ফরিদ উদ্দীন]
সদস্য

[অধ্যাপক ড. মোঃ শরীফ হোসেন]
সদস্য

[মেজর জেনারেল (অব.) মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, পিএইচডি, *এনডিসি, পিএসসি, জি+, এমডিএস, এমএসসি, এমবিএ, এমফিল*]
সদস্য

[মোঃ মুনির হোসেন]
সদস্য

[অধ্যাপক ড. শাহ্‌নাজ সরকার]
সদস্য

[শাব্বির আহ্‌মদ চৌধুরী]
সদস্য

[ড. মো: মহিউদ্দিন]
সদস্য

[অধ্যাপক ড. এম আমজাদ হোসেন]
সদস্য

[অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শাহীন চৌধুরী]
সদস্য

[একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক]
সদস্য

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন
১৩ পৌষ ১৪৩২/২৮ ডিসেম্বর ২০২৫

# চেয়ারম্যানের বক্তব্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪১ এর দফা (১) অনুসারে প্রতি বছরের ন্যায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ২০২৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনে ২০২৫ সালে কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি সন্নিবেশ করা হয়েছে।

কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে নির্দেশনা প্রদানের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ সাহাবুদ্দিন এর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে কমিশনকে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড: মোহাম্মদ ইউনুস এর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সাংবিধানিক দায়িত্বের আওতায় প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য প্রার্থী মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা, পদোন্নতি, চাকরি নিয়মিতকরণ, জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ, শৃঙ্খলামূলক বিষয়াদি ও অবসর ভাতার অধিকারসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মের শর্তাবলিকে প্রভাবিত করে এমন সব বিষয়ে কমিশন মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিয়ে থাকে।

ক্যাডার ও নন-ক্যাডারের বিভিন্ন পদের জন্য উন্মুক্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করে বিভিন্ন ধাপে পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই করে সুপারিশ প্রণয়ন করা কমিশনের অন্যতম সাংবিধানিক দায়িত্ব। কমিশন প্রতিবছর নিয়মিত বি.সি.এস. পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করছে। বর্তমান কমিশন এই বছরে ৪টি বি.সি.এস. অর্থাৎ ২টি সাধারণ বি.সি.এস. এবং ২টি বিশেষ বি.সি.এস. এর চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করেছে। ৪৪তম ও ৪৫তম সাধারণ বি.সি.এস. এবং ৪৮তম বিশেষ বি.সি.এস. (স্বাস্থ্য) ও ৪৯তম বিশেষ বি.সি.এস. (শিক্ষা) এর প্রতিটি ধাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। ৪৬তম বি.সি.এস. এর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। ৪৭তম বি.সি.এস. এর প্রিলিমিনারি ও লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ শেষে উত্তরপত্র মূল্যায়ন চলমান রয়েছে। ৫০তম বি.সি.এস. পরীক্ষা-২০২৫ এর প্রিলিমিনারি টেস্ট গ্রহণ করে ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। বর্তমানে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২০২৫ সালে বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে ৪৪তম বি.সি.এস. ১৬৭৬জন, ৪৫তম বি.সি.এস. ১৮০৭জন, ৪৮তম বি.সি.এস. (বিশেষ) স্বাস্থ্য ক্যাডারে ৩৫০০ (স্থগিতসহ) জন এবং ৪৯তম বি.সি.এস. (বিশেষ) শিক্ষা ক্যাডারে ৬৬৮(স্থগিতসহ) জন প্রার্থীকে বিভিন্ন ক্যাডারে সুপারিশ করা হয়েছে।

২০২৫ সালে সরাসরি পরীক্ষার মাধ্যমে ক্যাডার বহির্ভূত ৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডে ৬০৩ জন, ১০ম গ্রেডে ৪,৪৫২ জন, ১১তম গ্রেডে ১০জন এবং ১২তম গ্রেডে ১৯জন সর্বমোট ৫,০৮৪ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মোট ২,৫৩৮ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে উচ্চতর পদে পদোন্নতির সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের নন-ক্যাডার পদে ০৭টি বাছাই পরীক্ষা, ১৮টি লিখিত পরীক্ষা, ০৭টি ব্যবহারিক পরীক্ষা ও ৪৬ক্যাটাগরি পদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে। ১০ম, ১১তম ও ১২তম গ্রেডের নন-ক্যাডার পদে ১০টি বাছাই পরীক্ষা, ১৮টি লিখিত পরীক্ষা, ০১ টি ব্যবহারিক পরীক্ষা ও ১৭ ক্যাটাগরি পদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ থেকে প্রাপ্ত শৃঙ্খলাজনিত মোট ১৭৮টি বিভাগীয় মামলায় কমিশনের মতামত প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়-বিভাগের ১১টি নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও সংশোধন বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে ।

স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিতের পাশাপাশি দ্রুততম সময়ে সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে কমিশন চলমান বি.সি.এস. পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে ব্যয়িত সময় হ্রাসের লক্ষ্যে পরীক্ষকগণ কমিশন ভবনে এসে সার্কুলার পদ্ধতিতে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেন। উল্লেখ্য, ৪৬তম বি.সি.এস.-এর উত্তরপত্র মূল্যায়নে সময় লেগেছে ৩৩ কর্মদিবস। এতে পূর্বের চেয়ে দুই তৃতীয়াংশ সময় কম লেগেছে। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল বি.সি.এস.জট নিরসন করা। ২০২৫ সালে চলমান বি.সি.এস.গুলোর জট নিসরন করা হয়েছে। দ্রুততম সময়ে বি.সি.এস.পরীক্ষা সম্পাদনের লক্ষ্যে কমিশনের বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে Change and Transformation Management Team (CTMT) নামক একটি বিশেষ টিম গঠন করা হয়েছে, যা কর্ম কমিশনকে আধুনিক, যুগোপযোগী ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কাজ করছে।

ক্যাডার সার্ভিসে কর্মরত কোন প্রার্থী যাতে একই ক্যাডারে পুনরায় সুপারিশ না পান সে জন্য বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা-২০১৪ সংশোধন করা হয়েছে। ফলে কোন পদ আর নষ্ট হবে না।

"এক বছরে এক বি.সি.এস." এই শ্লোগানকে ধারণ করে কমিশন প্রতিটি বি.সি.এস.-এর জন্য একটি করে রোডম্যাপ প্রণয়ন করেছে এবং সেই অনুসারে পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল দিয়েছে। ৫০তম বি.সি.এস. পরীক্ষা-২০২৫ এর বিজ্ঞপ্তিতে প্রিলিমিনারি, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ প্রকাশ করা হয়েছে, যা কমিশনের ইতিহাসে এই প্রথম। কমিশন কর্তৃক ২০২৫ সালে গৃহীত সকল পরীক্ষা নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে এবং কোন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার মত কোন অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটেনি। উল্লেখ্য, কমিশন ভবনে একটি ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রেস স্থাপন করা হয়েছে এবং এই ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রেসে ৪৮তম ও ৪৯তম বিশেষ বি.সি.এস. পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ছাপানো হয়েছে। প্রতিষ্ঠার ৫৪ বছর পর বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এই প্রথম তার ভিশন ও মিশন নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী এগিয়ে যাচ্ছে। প্রার্থীদের পুলিশ ভেরিফিকেশনে স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে কমিশন সুপারিশকৃত প্রার্থীদের প্রাক-পরিচয় যাচাই খসড়া বিধি প্রণয়ন করে অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছে।

কমিশনের কার্যক্রম অধিকতর স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ, গতিশীল ও মানসম্পন্ন করার লক্ষ্যে সকল নিয়োগ পরীক্ষার আবেদনপত্র অনলাইনে গ্রহণ করা থেকে শুরু করে নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। কমিশন কর্তৃক গৃহীত নিয়োগ পরীক্ষায় প্রত্যেক প্রার্থীকে ইউনিক আইডি প্রদান করার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম ছাড়াও নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও সংশোধন, বিভাগীয় মামলায় গুরুদণ্ড প্রদান, জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ, পদোন্নতি, চাকরি নিয়মিতকরণসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মের শর্তাবলিকে প্রভাবিত করে এমন বিষয়সমূহের ওপর কমিশনের পরামর্শ ও মতামত প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

কমিশন কর্তৃক গৃহীত নিয়োগ পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ ও পরিচালনায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়-বিভাগ সহযোগিতা প্রদান করেছে, সে জন্য কমিশন সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। দেশের স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ ও শিক্ষক এবং বিভিন্ন সার্ভিসের সাবেক ও কর্মরত পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ, খ্যাতিমান সাংবাদিক, গবেষক, সুশীল সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং সারা দেশের মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ, আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যবৃন্দ যাঁরা সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে কমিশনকে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আলোচ্য বছরে বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়সহ যে সব মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান থেকে কমিশন সহযোগিতা পেয়েছে কমিশনের পক্ষ থেকে তাঁদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমার সহকর্মী সরকারী কর্ম কমিশনের বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দ যে কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠা নিয়ে যাবতীয় নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ এবং ফলাফল ব্যবস্থাপনার কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করেছেন সে জন্য আমি তাঁদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কমিশন সচিবালয়ের সচিবসহ সর্বস্তরের কর্মচারীবৃন্দ আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও সততার সাথে আলোচ্য বছরে তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেছেন তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যাঁরা বার্ষিক প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রস্তুত করে সাংবিধানিক ধারাকে অব্যাহত রাখতে সহায়তা করেছেন, তাঁদের সবাইকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৫ কমিশনের বিভিন্ন ইউনিট ও শাখা থেকে প্রাপ্ত সম্পাদিত কার্যক্রমের তথ্যাদি সমন্বয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশনে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃত কোন ভুল থাকলে পরবর্তী প্রতিবেদনে তা সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। দেশের জনপ্রতিনিধি, পদস্থ ব্যক্তি, পেশাজীবী, গণমাধ্যমের প্রতিনিধি, গবেষক ও উৎসাহী পাঠকের জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনে কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কিত এ সব তথ্য, উপাত্ত ও পরিসংখ্যান সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করি।

জুলাই বিপ্লবের মাধ্যমে দেশে নতুন সূর্য উদিত হয়েছে। বিপ্লবের চেতনা ধারণ করে অতীতের গ্লানি ভুলে নতুন উদ্যমে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনকে চাকুরীপ্রার্থী তথা দেশের আপামর জনসাধারণের আস্থার প্রতীক হিসেবে দাঁড় করানোর জন্য কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সকল বৈষম্য পরিহার করে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় প্রজাতন্ত্রের জন্য নিবেদিতপ্রাণ, দেশপ্রেমিক ও যোগ্য কর্মীবাহিনী নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন তাঁর দায়িত্ব পালনের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করছে।

তারিখ : ১০ ফাল্গুন ১৪৩২ / ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

# ভিশন

- সরকারি কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধা, পেশাদারিত্ব ও উৎকৃষ্টতার সংস্কৃতি গড়ে তোলার মাধ্যমে স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতার সর্বোচ্চ মান বজায় রেখে একটি বিশ্বস্ত ও গতিশীল প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠা।

# মিশন

- বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (বিপিএসসি) একটি মেধাভিত্তিক সিভিল সার্ভিস নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, বিশ্বমানের পাঠ্যক্রম অনুসরণ এবং নিয়োগের সকল স্তরে স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও সততা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর।

- প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য একটি সুনিপুণ কালানুক্রম তৈরি, কর্ম পদ্ধতি সহজীকরণ এবং অংশীজনের সাথে যোগাযোগ বর্ধিতকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনকে একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে তুলতে আমরা সদা সচেষ্ট।

- একটি স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমিশনের আইনি কাঠামো শক্তিশালী করা, স্বায়ত্তশাসন রক্ষা করা, সততা সমুন্নত করা এবং উদ্ভাবন, পেশাদারিত্ব ও উৎকর্ষের মাধ্যমে স্থায়ী জাতীয় সুফল অর্জন করা আমাদের লক্ষ্য।

# পিএসসি নিয়ে কমিশনের সংস্কার ভাবনা

জুলাই আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে গঠিত বর্তমান কমিশন দায়িত্ব গ্রহণের সময় একটি জটিল ও চ্যালেঞ্জপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করে। তখন ৪৪তম, ৪৫তম ও ৪৬তম বিসিএস পরীক্ষা চলমান ছিল এবং অসংখ্য নন-ক্যাডার পদের পরীক্ষাও প্রক্রিয়াধীন ছিল। ফলে পরীক্ষার সময়সূচি, ফলাফল প্রকাশ এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা সৃষ্টি হয়। এই অচলাবস্থা দূর করতে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন একটি সমন্বিত রোডম্যাপ প্রণয়ন করে এবং ক্যাডার ও নন-ক্যাডার উভয় পরীক্ষার জট নিরসনে দ্রুত, স্বচ্ছ ও সময়াবদ্ধ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। একই সঙ্গে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে জনমনে সৃষ্ট যে অনাস্থা তৈরি হয়েছিল, তা পুনরুদ্ধারে কমিশন কঠোর নজরদারি, প্রযুক্তিনির্ভর নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং জবাবদিহিমূলক প্রক্রিয়া চালু করে। ফলে নিয়োগ ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা ও জনমনের আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি, পরীক্ষাকেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা আনা, মামলা ও প্রশাসনিক জটিলতা মোকাবিলা এবং সময়াবদ্ধ রোডম্যাপ বাস্তবায়ন—এসব ক্ষেত্রেও কমিশনকে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। একই সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রত্যাশা সামলে একটি নিরপেক্ষ, মেধাভিত্তিক নিয়োগব্যবস্থা নিশ্চিত করাও ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। নিয়োগব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও মেধাভিত্তিক মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে প্রশাসনিক সংস্কারও গ্রহণ করা হয়।

## ১.১ Change and Transformation Plan ২০২৫-২০২৯

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন তার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য কখনো কোন সময়োপযোগী ও আধুনিক কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করে নি। বর্তমান সমস্যাগুলো নিরসনসহ দীর্ঘমেয়াদি প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ আধুনিকায়নের লক্ষ্যে কমিশন ২০২৫ থেকে ২০২৯ সাল পর্যন্ত একটি ৫ বছর মেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কমিশনের প্রতি সেবা গ্রহীতাদের অনাস্থাসহ অন্যান্য প্রতিকূল অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে বর্তমান কমিশন এ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

### ❖ ভিশন

সরকারি কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধা, পেশাদারিত্ব ও উৎকৃষ্টতার সংস্কৃতি গড়ে তোলার মাধ্যমে স্বচ্ছতা নিরপেক্ষতার সর্বোচ্চ মান বজায় রেখে একটি বিশ্বস্ত ও গতিশীল প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠা।

### ❖ মিশন

➢ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (বিপিএসসি) একটি মেধাভিত্তিক সিভিল সার্ভিস নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, বিশ্বমানের পাঠ্যক্রম অনুসরণ এবং নিয়োগের সকল স্তরে স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও সততা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর।

➢ প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য একটি সুনিপুণ কালানুক্রম তৈরি, কর্ম পদ্ধতি সহজীকরণ এবং অংশীজনের সাথে যোগাযোগ বর্ধিতকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনকে একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে তুলতে আমরা সদা সচেষ্ট।

➢ একটি স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমিশনের আইনি কাঠামো শক্তিশালী করা, স্বায়ত্তশাসন রক্ষা করা, সততা সমুন্নত করা এবং উদ্ভাবন, পেশাদারিত্ব ও উৎকর্ষের মাধ্যমে স্থায়ী জাতীয় সুফল অর্জন করা আমাদের লক্ষ্য।

### ❖ Core Values

কমিশন চারটি Core Values—সততা, নিরপেক্ষতা, দক্ষতা এবং মেধাভিত্তিক নিয়োগ—নির্ধারণ করে সেগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করছে। এই নীতিমালার আলোকে পরীক্ষার মানোন্নয়ন, প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জনআস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় কমিশন ধারাবাহিক অগ্রগতি অর্জন করে চলেছে।

## ১.২ অংশীজনের ভাবনা সম্পৃক্তকরণ

সরকারী কর্মে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিতকরণ ও তার সম্ভাব্য সমাধান সনাক্তকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে-বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে একাধিক কর্মশালার আয়োজন করে। এসব কর্মশালায় শিক্ষার্থীরা প্রিলিমিনারি, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার বিভিন্ন দুর্বল দিক তুলে ধরেন। তারা প্রশ্নের মান ও প্রাসঙ্গিকতা, মূল্যায়ন পদ্ধতির সামঞ্জস্য, ফল প্রকাশে সময়ক্ষেপণ এবং মৌখিক পরীক্ষায় মূল্যায়নের কাঠামোগত স্বচ্ছতা নিয়ে মতামত প্রদান করেন। পাশাপাশি বিসিএস সিলেবাস যুগোপযোগী করা, বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্ন বাড়ানো, দক্ষতাভিত্তিক মূল্যায়ন জোরদার এবং প্রযুক্তিনির্ভর পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রস্তাব উপস্থাপন করে। শিক্ষার্থীদের এসব গঠনমূলক পরামর্শ কমিশন গুরুত্বের সঙ্গে আমলে নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

'বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন: অংশীজনের ভাবনা' শীর্ষক কর্মশালার আলোকচিত্র

## ১.৩ এক বছরে এক বিসিএস

এক বছরে একটি বিসিএস সম্পন্ন করার সুস্পষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন একটি বাস্তবভিত্তিক ও সময়াবদ্ধ রোডম্যাপ প্রণয়ন করেছে এবং সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে অগ্রসর হচ্ছে। ৫০তম বিসিএস পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি জারির সময়ই প্রিলিমিনারি, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার সম্ভাব্য সময়সূচি এবং চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশের নির্ধারিত সময় উল্লেখ করে দেওয়া হয়, যা প্রার্থীদের জন্য পূর্বানুমানযোগ্যতা ও প্রস্তুতির স্বচ্ছ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। নির্দিষ্ট সময়সীমা ঘোষণা করার মাধ্যমে কমিশন জবাবদিহিতা ও প্রশাসনিক দক্ষতার একটি ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তদুপরি, ২০২৫ সালে অনুষ্ঠিত প্রত্যেকটি বিসিএস পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণাও প্রণীত রোডম্যাপ অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে, ফলে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতা কমেছে। এই সময়ানুবর্তী ও পরিকল্পিত কার্যক্রম দক্ষ মানবসম্পদ নিয়োগে নতুন গতি সঞ্চার করেছে এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে আরও কার্যকর, গতিশীল ও জনমুখী করে তুলতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

## ১.৪ বিশেষ বিসিএস স্বল্প সময়ে সম্পন্নকরণ

৪৮তম বিসিএস (বিশেষ) পরীক্ষার আবেদন শুরু হয় ১ জুন ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে এবং এর MCQ টাইপ লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন করে ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ বিজ্ঞপ্তি জারি থেকে শুরু করে ফলাফল প্রকাশের এই পুরো প্রক্রিয়াটি প্রায় সাড়ে তিন মাসের মধ্যে শেষ করা হয়েছে। অপরদিকে ৪৯তম বিসিএস (বিশেষ) পরীক্ষা এর বিজ্ঞপ্তি ২১ জুলাই, ২০২৫ তারিখে জারি করা হয় এবং এর MCQ টাইপ লিখিত পরীক্ষা ১০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় এবং চূড়ান্ত ফলাফল ১১ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ প্রায় সাড়ে তিন মাসের মধ্যেই এই বিশেষ বিসিএস সম্পন্ন হয়েছে। অথচ ইতোপূর্বে অনুষ্ঠিত ৩৯তম বিশেষ বিসিএস সম্পন্ন হতে সময় লেগেছে প্রায় ০১ বছর এবং ৪২তম বিশেষ বিসিএস সম্পন্ন হতে সময় লেগেছে প্রায় ১০ মাস।

১.৫ বিধি সংশোধন

বিভিন্ন বিসিএস পরীক্ষায় একই প্রার্থীকে একই ক্যাডার পদে ও পছন্দক্রমে নিম্নতর পদে সুপারিশ করা থেকে বিরত থাকার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স,যোগ্যতা ও নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা ২০১৪ সংশোধনপূর্বক উক্ত বিধিমালার বিধি ১৭ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত নতুন বিধি ১৭ এর আওতায় ৪৪তম, ৪৫তম এবং ৪৬তম বিসিএস এ একই ক্যাডার বা পছন্দক্রম বহির্ভূত নিম্নতর ক্যাডার পদে সুপারিশ করা হয়নি। ৪৭তম বিসিএস থেকে মৌখিক পরীক্ষায় ২০০ নম্বরের পরিবর্তে ১০০ নম্বর প্রতিস্থাপন করে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স যোগ্যতা ও নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা ২০১৪ সংশোধন করা হয়েছে।

১.৬ কমিশন ভবনে ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রেস স্থাপন

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সম্প্রতি নিজস্ব ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রেস স্থাপন করে কমিশনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। ৪৮তম, ৪৯তম ও ৫০তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কমিশন ভবনের ভেতরে স্থাপিত আধুনিক ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রেসে ছাপানো হয়েছে। এর ফলে প্রশ্নপত্র প্রস্তুত ও মুদ্রণের পুরো প্রক্রিয়া কমিশনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। প্রশ্নপত্র ছাপাতে আগের চেয়ে অর্থের সাশ্রয় হয়েছে। একই সাথে বাইরের ছাপাখানার উপর কমিশনের নির্ভরশীলতা কমেছে। এই উদ্যোগ স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও পরীক্ষার বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করেছে। বিসিএস ও নন-ক্যাডার পরীক্ষার মতো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কমিশনের এই সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতেও সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ পরীক্ষা আয়োজনের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে।

ডিজিটাল প্রিন্টিং মেশিন

ডিজিটাল প্যাকেজিং মেশিন

### ১.৭. প্রশ্নফাঁস রোধ

বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন প্রশ্ন ফাঁস রোধে বহুমাত্রিক কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করে আসছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, মুদ্রণ, সংরক্ষণ ও পরিবহনের প্রতিটি স্তরে কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করে চলছে। পূর্বে প্রশ্নপত্র বাহিরের মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানে ছাপানোর কারণে গোপনীয়তা রক্ষা একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। কিন্তু নিজস্ব প্রেস স্থাপনের মাধ্যমে সেই ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা, সার্বক্ষণিক নজরদারি এবং সীমিত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো অনাকাঙ্ক্ষিত কোন ঘটনা ঘটেনি।

### ১.৮ সার্কুলার পদ্ধতিতে উত্তরপত্র মূল্যায়ন

বি.সি.এস. পরীক্ষার মূল্যায়ন ও মৌখিক পরীক্ষার সময়সীমা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্যভাবে কমে এসেছে, যা কমিশনের দক্ষতার ইতিবাচক দৃষ্টান্ত। ৪৫তম বি.সি.এস. লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে সময় লেগেছিল প্রায় ১ বছর ৩ মাস। অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বজায় রেখে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বি.সি.এস. এর লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের লক্ষ্যে প্রচলিত পদ্ধতির বিপরীতে কমিশন "সার্কুলার পদ্ধতিতে খাতা মূল্যায়নের কার্যক্রম শুরু করেছে। ন্যায্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এটি একটি সর্বজন স্বীকৃত মূল্যায়ন পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে মূল্যায়নের ফলে ৪৬তম বি.সি.এস. এর লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে মাত্র ২ মাসে। সার্কুলার পদ্ধতিতে পরীক্ষক কমিশন ভবনে এসে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেন। এ পদ্ধতিতে একটি উত্তরপত্র নির্দিষ্ট নিয়মে একাধিক পরীক্ষকের কাছে ঘুরে ঘুরে মূল্যায়িত হয়। এ ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র কোডিং করা থাকে, ফলে পরীক্ষকের সামনে পরীক্ষার্থীর পরিচয় প্রকাশ পায় না। একজন পরীক্ষক পুরো উত্তরপত্র না দেখে নির্দিষ্ট প্রশ্ন বা অংশ মূল্যায়ন করেন, পরে সমষ্টিকারকের মাধ্যমে নম্বর সমন্বয় করা হয়।

সার্কুলার পদ্ধতিতে উত্তরপত্র মূল্যায়নে সরকারের অর্থের সাশ্রয় হয়েছে। ৪৩তম বি.সি.এস. এর লিখিত পরীক্ষায় ১৫,২২৯ জন প্রার্থীর উত্তরপত্র সনাতন পদ্ধতিতে মূল্যায়নে খরচ হয়েছে ৭,০৮,০০,৬৭২ টাকা। অথচ ৪৬তম বি.সি.এস. এ সার্কুলার পদ্ধতিতে সমসংখ্যক প্রার্থীর উত্তরপত্র মূল্যায়নে খরচ হয়েছে ৫,৩৫,৯৮,২৬১ টাকা। এভাবে সার্কুলার পদ্ধতিতে উত্তরপত্র মূল্যায়নে প্রায় ২৪.৫০% অর্থের সাশ্রয় হয়েছে। এছাড়াও ৪৩তম বি.সি.এস. এর চেয়ে ৪৬তম বি.সি.এস. লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে ১ বছর ১ মাস সময় কম লেগেছে। এই সময়সীমা হ্রাস কমিশনের পরিকল্পনা, সমন্বয় ও প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থাপনার সফল প্রয়োগের ফল। এতে প্রার্থীদের সময় ও ভোগান্তি কমেছে এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া আরও দ্রুত ও কার্যকর হয়েছে।

সার্কুলার পদ্ধতিতে উত্তরপত্র মূল্যায়ন সংক্রান্ত আলোকচিত্রসমূহ

## ১.৯ কম্পিটেন্সি বেইজড ইন্টারভিউ

United Nations Development Programme (ইউএনডিপি)-এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন-এর চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ কম্পিটেন্সি বেইজড ইন্টারভিউ বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। আন্তর্জাতিকমানের বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রশিক্ষকগণ এ প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মৌখিক পরীক্ষায় প্রার্থীদের কেবল একাডেমিক জ্ঞান নয়, বরং নেতৃত্বগুণ, বিশ্লেষণক্ষমতা, নৈতিকতা, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা ও যোগাযোগ সক্ষমতা মূল্যায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুসরণ করে পরিচালিত এই প্রশিক্ষণ বিসিএস নিয়োগ প্রক্রিয়া অধিক স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা, ন্যায্যতা ও পেশাদারিত্ব নিশ্চিত করতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। বর্তমান কমিশন সেই প্রশিক্ষণের আলোকে বিসিএস মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করছে, ফলে যোগ্য ও দক্ষ মানবসম্পদ বাছাই প্রক্রিয়া আরও ফলপ্রসূ ও আধুনিক হয়েছে। এই উদ্যোগ প্রশাসনে মেধা ও সক্ষমতাভিত্তিক নিয়োগ নিশ্চিত করে রাষ্ট্র পরিচালনায় গুণগত পরিবর্তন আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

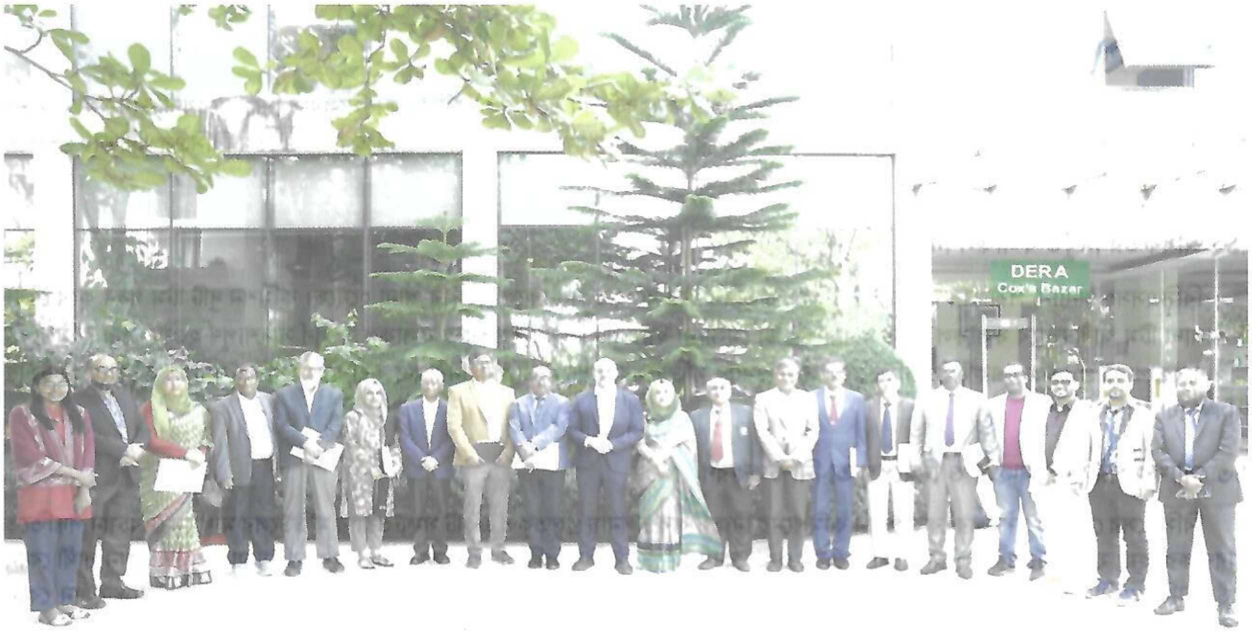


UNDP এর সহযোগিতায় 'কম্পিটেন্সি বেইজড ইন্টারভিউ' শীর্ষক বিশেষ প্রশিক্ষণে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

## ১.১০ নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সকল ধাপে অটোমেশন

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অটোমেশনের লক্ষ্যে বুয়েটের সাথে চুক্তি হয়। পিএসসি'র পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ০৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় একটি সফটওয়্যার নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ এবং ব্যুরো অব রিসার্চ টেস্টিং এন্ড কনসালটেশনের (বিআরটিসি) সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অটোমেশনের লক্ষ্যে বুয়েটের সাথে কমিশনের চুক্তিস্বাক্ষর অনুষ্ঠান

এই চুক্তির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে আগামী ১৮ মাসের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ সফটওয়্যার সিস্টেম তৈরি করার কাজ চলমান রয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বিপিএসসিতে আবেদন প্রক্রিয়া নিজস্ব ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। সফটওয়্যারটি একটি বিসিএস এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে ব্যবহৃত হবে। ধাপসমূহ হচ্ছে- পত্রিকায় ও ওয়েবসাইটে বিসিএস এর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ/প্রচারের পর আবেদনপত্র গ্রহণ, আবেদনপত্র বাছাই, আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ, পরীক্ষার ফি আদায়, প্রবেশ পত্র প্রদান, প্রিলিমিনারী টেস্ট ও লিখিত পরীক্ষার হল ও আসন ব্যবস্থাপনা, প্রশ্নকারক/মডারেটর ব্যবস্থাপনা, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, প্রশ্নপত্র মুদ্রণ ও OMR সিট কেন্দ্রে এবং হলে বিতরণ ব্যবস্থাপনা, ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ, মৌখিক পরীক্ষার বোর্ড বণ্টন ও নম্বর প্রদান ব্যবস্থাপনা এবং চূড়ান্ত ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি পুরো কাজটি সফটওয়্যার সলিউশন এর মাধ্যমে করা হবে। এতে করে প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত এবং পরীক্ষা কার্যক্রম আরো গতিশীল ও ত্বরান্বিত হবে।

### ১.১১ যুগোপযোগী বিসিএস পরীক্ষার সিলেবাস প্রণয়ন

বিসিএস পরীক্ষার সিলেবাস আধুনিক ও যুগোপযোগী করার জন্য কমিশন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সিলেবাস নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম চলমান। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সিলেবাসের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে সিলেবাস প্রণয়ন করা হচ্ছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ৪৭তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে বুদ্ধিভিত্তিক, সৃজনশীল, এবং বিশ্লেষণমূলক প্রশ্ন করা হয়েছে।

### ১.১২ অধিকতর নিখুঁত ফলাফল নির্ণয়

বিসিএসসহ অন্যান্য পরীক্ষার ফলাফল প্রস্তুতিতে এতদিন ধরে ব্যবহৃত প্রটোকলে সংস্কার আনা হয়েছে। কমিশন দুটি টিম গঠন করে দেন। দুটি আলাদা টিম স্বাধীনভাবে ফলাফল প্রস্তুত করার পর তা মেলানো হয়। দুটি টিমের প্রস্তুতকৃত ফলাফল সম্পূর্ণ সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার পর কমিশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রস্তুতকৃত একটি ভেরিফিকেশন সফটওয়্যার মডিউলের মাধ্যমে তা পুনঃনিরীক্ষণ করা হয়। সবকিছু যথাযথ হওয়ার পর চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হয়।

### ১.১৩ মৌখিক পরীক্ষার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিতকরণ

বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষার বোর্ড প্রদান কমিশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রস্তুতকৃত একটি সফটওয়্যার মডিউলের মাধ্যমে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্ধারণ করা হয়। ফলে কারও পক্ষেই পূর্ব থেকে কোন প্রার্থী কোন বোর্ডে মৌখিক পরীক্ষা দিবে তা জানা সম্ভবপর হয় না। অর্থাৎ কোন প্রার্থী কোন বোর্ডে মৌখিক পরীক্ষা দিবেন তা যেমন তিনি জানতে পারেন না ঠিক তেমনি কোন বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সদস্য তার বোর্ডে কোন কোন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিবেন সেটিও জানতে পারেন না।

### ১.১৪ কমিশন ও কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মানোন্নয়ন ও মূল্যায়ন

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ও কমিশন সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর সম্মিলিত প্রচেষ্টা, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের ফলেই ৪৪তম, ৪৫তম, ৪৬তম, ৪৮তম ও ৪৯তম বিসিএস পরীক্ষার কার্যক্রম এক বছরের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। নির্ধারিত অফিস সময়ের বাইরে অতিরিক্ত সময় কাজ করায় প্রিলিমিনারি, লিখিত, মৌখিক ও চূড়ান্ত ফল প্রকাশের মতো জটিল প্রক্রিয়াগুলো দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। সকলে নিবেদিত চিত্তে কাজ করায় এই সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে এবং কমিশন তার অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছে। দ্রুত ও স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া রাষ্ট্রের প্রশাসনকে আরও গতিশীল ও কার্যকর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

### ১.১৫ Instant OMR Scanning (IOS) পদ্ধতি ব্যবহার

দ্রুততম সময়ের মধ্যে বি.সি.এস. সহ নন ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশের জন্য মৌখিক পরীক্ষার নম্বর OMR Sheet এ পূরণের অব্যবহিত পরে Scanning এবং প্রয়োজনে correction সম্পন্ন করার Protocol বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

### ১.১৬ বিশেষজ্ঞগণের মূল্যায়ন

বিসিএস ও নন ক্যাডার বিভিন্ন পদের মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে সহায়তাকারী বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ এবং, বিভাগীয় প্রতিনিধিদের মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে পারফর্মেন্স একটি simple google-based online system এর মাধ্যমে Spreadsheet করে রাখা হচ্ছে। উক্ত Spreadsheet পর্যালোচনাপূর্বক মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে পারফর্মেন্সের উপর ভিত্তি করে বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ এবং বিভাগীয় প্রতিনিধিদের পরবর্তীতে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে আমন্ত্রণ জানানোর বিষয়ে মাননীয় চেয়ারম্যান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছেন।

### ১.১৭ আইন সংশোধনের উদ্যোগ

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কে যুগোপযোগী এবং শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে The Members of the Bangladesh Public Service Commission (Terms and Conditions of Service) Act, ১৯৭৪ অধিকতর সংশোধনপূর্বক The Members of the Bangladesh Public Service Commission (Terms and Conditions of Service) (Amendment) Ordinance, ২০২৫ জারির বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

## কর্ম কমিশনের বর্তমান চ্যালেঞ্জসমূহ

### ➢ আর্থিক ও প্রশাসনিক স্বাধীনতার অভাব

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হওয়া স্বত্বেও বাস্তবে এর আর্থিক ও প্রশাসনিক স্বাধীনতা নেই বললেই চলে। সংবিধানের ৮৮(গ) অনুচ্ছেদে যদিও বলা আছে কমিশনের যাবতীয় ব্যয় দায়যুক্ত ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং ৮৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তা সংসদে ভোটাভুটির বিষয় হবে না, বাস্তবে এই বিধান অনুসৃত হয় না। আর্থিক বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে কমিশনকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের উপর নির্ভরশীল হতে হয়।

আর্থিক ও প্রশাসনিক স্বাধীনতা না থাকায় কমিশনের গতিশীলতা চরমভাবে ব্যহত হচ্ছে। ১ বছরে ১টি বি.সি.এস. সম্পন্ন করার রোড ম্যাপ বাস্তবায়নে আর্থিক ও প্রশাসনিক স্বায়ত্বশাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর্থিক স্বাধীনতা না থাকায় কমিশন প্রযুক্তিগত আধুনিকায়নসহ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে না পারার কারণে উদ্ভাবনী কাজে ব্যাঘাত ঘটে এবং সর্বোপরি নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণে বিলম্ব হয়।

অন্যদিকে প্রশাসনিক স্বাধীনতার অভাবে কমিশনের প্রশাসনিক বিষয়ে (পরীক্ষার সময়সূচি, নিয়োগ সংক্রান্ত বিধি সংশোধন/ পরিবর্তন ইত্যাদি) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের উপর নির্ভর করতে হয়। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অযথা সময়ক্ষেপণ হয় এবং জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

### ➢ কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের সাংবিধানিক পদমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়নি

সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ সংবিধান প্রদত্ত পদমর্যাদা উপভোগ করেন না। সংবিধানের ১৪০, ১৪৭ এবং ১৩৯(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের পদমর্যাদা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের উর্ধ্বে। কিন্তু বাস্তবে The Members of the Public Service Commission (Terms and Conditions of Service) Act, ১৯৭৪ অনুযায়ী চেয়ারম্যান ও সদস্যদের পদমর্যাদা সরকারী কর্মচারীদের সমান।

### ➢ প্রশিক্ষণের অভাব

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কোন ধরণের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় না যা একজন দক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারী হিসেবে গড়ে ওঠার অন্তরায়।

### ➢ অর্গানোগ্রাম সময়োপযোগী নয়

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং কমিশন সচিবালয়ের কাজের ধরন এবং কাজের পরিমাণ অনুযায়ী অর্গানোগ্রামে পর্যাপ্ত পদ না থাকায় কমিশন এবং কমিশন সচিবালয়ের কাজ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ছে।

# ২০২৫ সালে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

## কমিশন কর্তৃক বি.সি.এস. (ক্যাডার), নন-ক্যাডার বিভিন্ন পদে নিয়োগ এবং পদোন্নতির সুপারিশ

- সরাসরি পরীক্ষার মাধ্যমে ক্যাডার বহির্ভূত পদে সর্বমোট ৫০৮৪ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মোট ২৫৩৮ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে উচ্চতর পদে পদোন্নতির সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

## কমিশন কর্তৃক গৃহীত বি.সি.এস. (ক্যাডার) ও নন-ক্যাডার বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষা

- ৪৪ তম বি.সি.এস., ৪৫ তম বি.সি.এস., ৪৮তম বি.সি.এস. (বিশেষ) এবং ৪৯তম বি.সি.এস. (বিশেষ)-এই ০৪টি বি.সি.এস. এর সুপারিশ ০১ বছরের মধ্যে প্রদান করে কমিশন নজির স্থাপন করেছে।
- ৪৪ তম বি.সি.এস. এর মাধ্যমে ১৬৭৬ জনকে চূড়ান্ত সুপারিশ করা হয়েছে।
- ৪৫ তম বি.সি.এস. এর মাধ্যমে ১৮০৭ জনকে চূড়ান্ত সুপারিশ করা হয়েছে।
- ৪৮ তম বি.সি.এস. (বিশেষ) এর মাধ্যমে ৩৫০০ জনকে (স্থগিত প্রার্থীসহ) চূড়ান্ত সুপারিশ করা হয়েছে।
- ৪৯ তম বি.সি.এস. (বিশেষ) এর মাধ্যমে ৬৬৮ জনকে (স্থগিত প্রার্থীসহ) চূড়ান্ত সুপারিশ করা হয়েছে।
- ৪৬ তম বি.সি.এস. এর মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান।
- ৪৭ তম বি.সি.এস. এর প্রিলিমিনারি টেস্ট, লিখিত পরীক্ষার কার্যক্রম শেষ করে উত্তরপত্র মূল্যায়নের কার্যক্রম চলমান।
- ৫০ তম বি.সি.এস. এর বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। প্রিলিমিনারি টেস্ট গ্রহণের কার্যক্রম চলমান।
- ৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের নন-ক্যাডার পদে ৭টি বাছাই পরীক্ষা, ১৮টি লিখিত পরীক্ষা, ৭টি ব্যবহারিক পরীক্ষা ও ৪৬ ক্যাটাগরি পদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ১০ম, ১১তম ও ১২তম গ্রেডের নন-ক্যাডার পদে ১০টি বাছাই পরীক্ষা, ১৮টি লিখিত পরীক্ষা, ১টি ব্যবহারিক পরীক্ষা ও ১৭টি ক্যাটাগরি পদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে।
- পুলের আওতায় ৫৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (১০ম গ্রেড) পদে ০১টি বাছাই ও ০১টি লিখিত পরীক্ষা এবং ১৯টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কর্মকর্তা (১০ম গ্রেড) পদে ০১টি বাছাই পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে।

## কমিশন ভবনে স্থাপিত মুদ্রণকক্ষে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র মুদ্রণের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ

- গত ১০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কমিশনের ৪৯তম বি.সি.এস. পরীক্ষার ৩,১২,৭৫২ জন প্রার্থীর জন্য প্রায় ১৫ লক্ষ লিগাল সাইজের কাগজে ইম্প্রেশন/প্রিন্ট করে কমিশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সফলভাবে প্রশ্নপত্র মুদ্রণ ও প্যাকেজিং সম্পন্ন হয়েছে।
- প্রশ্নপত্র প্রণয়নে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কম্পিউটার [ইন্টারনেট সংযোগবিহীন] এবং প্রিন্টারের সমন্বয়ে কমিশন ভবনে স্থাপিত মুদ্রণকক্ষে কমিশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র মুদ্রণ করে আলোচ্য বছরে বি.সি.এস.সহ মোট ৬২ টি নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে।

## শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কার্যক্রমের ওপর কমিশন কর্তৃক প্রদেয় মতামত

- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ থেকে প্রাপ্ত শৃঙ্খলাজনিত মোট ১৭৮টি বিভাগীয় মামলায় কমিশনের মতামত প্রদান করা হয়েছে।

## বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও সংশোধনের ওপর কমিশনের মতামত

- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়-বিভাগের ১১টি নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও সংশোধন বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে ।

## বিভাগীয় নির্বাচন কমিটিতে কমিশনের প্রতিনিধিত্ব

- নিয়োগ, পদোন্নতি, নিয়মিতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে সহায়তার জন্য বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির ৩০৪৫টি সভায় কমিশনের প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়েছে।

## সাংবিধানিক দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের লক্ষ্যে কমিশন সভা

- কমিশনের কমিটি গঠন ও পুনর্গঠন, কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ, নীতি প্রণয়ন, বাজেট প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে মোট ৪১টি বিশেষ সভা ও ০৫টি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কমিশন কর্তৃক গৃহীত নতুন উদ্যোগ

- ১ (এক) বছরের মধ্যে একটি বি.সি.এস. পরীক্ষার কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য কমিশন কর্তৃক রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর ফলে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রিলিমিনারি, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ এবং ফলাফল প্রকাশ করা সম্ভব হবে। এ প্রক্রিয়ায় বি.সি.এস. পরীক্ষার দীর্ঘসূত্রিতা এবং চাকরি প্রার্থীদের ভোগান্তি হ্রাস পাবে;

- গতানুগতিক ধারা পরিহার করে প্রশ্নকারক ও মডারেটরবৃন্দ কমিশনে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন প্রণয়ন ও মডারেশন সম্পন্ন করেন। এর ফলে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে প্রিলিমিনারি ও লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ সম্ভব হচ্ছে;

- কমিশনের নিজস্ব প্রেসে প্রশ্নপত্র মুদ্রণ করে পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে। এর ফলে স্বচ্ছতা বজায় থাকা এবং সময় ও অর্থের সাশ্রয় হচ্ছে। এছাড়া প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে;

- গতানুগতিক নিয়ম পরিহার করে সার্কুলার পদ্ধতিতে পরীক্ষক, নিরীক্ষক ও সমষ্টিকারকবৃন্দ কমিশনে এসে লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন সম্পন্ন করেছেন। এ প্রক্রিয়ায় স্বল্পতম সময়ের মধ্যে লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ, মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ এবং চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়েছে;

- গত ১ (এক) এক বছরে ধারাবাহিকভাবে একাধিক বি.সি.এস. ও নন-ক্যাডার পরীক্ষার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে, যা কমিশনের ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত;

- ৪৪তম বি.সি.এস. এর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১১,৭৩২ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করে ১,৬৭৬ জন প্রার্থীকে চূড়ান্তভাবে সুপারিশ করা হয়েছে;

- ৪৫তম বি.সি.এস. এর লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৬.৫৫৮ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক ১,৮০৭ জন প্রার্থীকে চূড়ান্তভাবে সুপারিশ করা হয়েছে। একইসাথে নন-ক্যাডার পদের ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। নন-ক্যাডার পদে ৫৪৫ জন (স্থগিত প্রার্থীসহ) প্রার্থীকে সুপারিশ করা হয়েছে;

- ৪৬তম বি.সি.এস. এর প্রিলিমিনারি টেস্টে (MCQ Type) উত্তীর্ণ ২১,৩৯৭ জন প্রার্থীর লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ, লিখিত পরীক্ষার ১,২০,৭৮৩টি (আবশ্যিক-১,০৮,৯৯০ টি, পদ-সংশ্লিষ্ট-১১,৭৯৩টি) উত্তরপত্র সার্কুলার পদ্ধতিতে মাত্র ৩৩ (তেত্রিশ) কর্মদিবসে মূল্যায়ন সম্পন্ন করে লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৪.০৪৮ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা ২৮.১২.২০২৫ তারিখে শুরু হয়েছে;

- ৪৭তম বি.সি.এস. এর প্রিলিমিনারি টেস্ট (MCQ Type) গ্রহণ, প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ ১০,৬৪৪ জন প্রার্থীর লিখিত পরীক্ষার (ঢাকা ও ৭টি আঞ্চলিক কেন্দ্রসহ) সকল প্রশ্নপত্র কমিশনের নিজস্ব প্রেসে মুদ্রণপূর্বক লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ (২৭.১১.২০২৫ হতে ১৮.১২.২০২৫ পর্যন্ত) সম্পন্ন করা হয়েছে;

- ৪৮তম (বিশেষ) এর বিজ্ঞপ্তি জারি, লিখিত পরীক্ষা (MCQ Type) গ্রহণ. লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৫.২০৬ জন (সহকারী সার্জন-৪,৬৯৫ জন, ডেন্টাল সার্জন-৫১১ জন) প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক ৩৫০০ জন প্রার্থীকে (স্থগিত প্রার্থীসহ) সুপারিশ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি জারি থেকে চূড়ান্ত সুপারিশ প্রদান পর্যন্ত মোট সময় লেগেছে ৩ মাস ১২ দিন।

- ৪৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস. এর বিজ্ঞপ্তি জারি, লিখিত পরীক্ষা (MCQ Type) গ্রহণ, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১,২১৯ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক ৬৬৮ জন প্রার্থীকে (স্থগিত প্রার্থীসহ) সুপারিশ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি জারি থেকে চূড়ান্ত সুপারিশ প্রদান পর্যন্ত মোট সময় লেগেছে ৩ মাস ২০ দিন।

- ৫০তম বি.সি.এস. এর বিজ্ঞপ্তি ২৬ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে জারি করা হয়েছে। ০৪ ডিসেম্বর হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। ৩০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে প্রিলিমিনারি টেস্ট (MCQ Type) গ্রহণ করা হয়েছে এবং ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে প্রিলিমিনারি টেস্টের ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে;

- চাকরি প্রার্থীদের বয়সসীমা ৩০ থেকে বৃদ্ধি করে ৩২ বছর করা হয়েছে;

- বি.সি.এস. ও নন-ক্যাডার পদের আবেদন ফি ৭০০ (সাতশত) টাকা থেকে কমিয়ে ২০০ (দুইশত) টাকা করা হয়েছে;

- অনগ্রসর প্রার্থীদের আবেদন ফি ১০০ (একশত) টাকা থেকে কমিয়ে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা করা হয়েছে;

- বি.সি.এস. মৌখিক পরীক্ষার নম্বর ২০০ (দুইশত) এর স্থলে ১০০ (একশত) নম্বর করা হয়েছে;

- বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা, ২০১৪ সংশোধন করে একই ক্যাডারে বারবার সুপারিশ না করে অধিক সংখ্যক প্রার্থীকে সুপারিশ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন/উদযাপন সংক্রান্ত তথ্য

- মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষ্যে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখ প্রথম প্রহরে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ এবং কমিশন সচিবালয়ের সচিব কর্তৃক কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও পুষ্পস্তবক অর্পণ, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ভবনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা এবং সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর কালো ব্যাজ ধারণের মাধ্যমে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করা হয়েছে।

- সূর্যোদয়ের সাথে সাথে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, কমিশন ভবনে স্থাপিত "মৃত্যুঞ্জয়ী" স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ, কমিশন ভবনে ড্রপডাউন ব্যানার স্থাপন এবং আলোকসজ্জাকরণ এবং আলোচনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৫ উদযাপন করা হয়।

- ৮ এপ্রিল ২০২৫ তারিখ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে কমিশন ভবনে স্থাপিত "মৃত্যুঞ্জয়ী" স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ, পুষ্পস্তবক অর্পণের পর কমিশন চত্বরে বেলুন উড্ডয়ন, ব্যানার, ফেস্টুন প্রদর্শন করা হয়। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মাঝে ইফতার শুভেচ্ছা বিতরণ করা হয়।

- ০৫ আগস্ট ২০২৫ "জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস" উপলক্ষ্যে সকাল ১০.০০ মিনিটে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের মাল্টিপারপাস হলরুমে আলোচনা সভা ও তথ্যচিত্র প্রদর্শণী এবং আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর সমন্বয়ে র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

- ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে কমিশন ভবনে স্থাপিত "মৃত্যুঞ্জয়ী" স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ, কমিশন ভবন আলোকসজ্জাকরণ, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত, মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সুস্বাস্থ্য এবং জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে দোয়া ও মোনাজাতের আয়োজন।

# কমিশনের কার্যক্রমের বিশেষ আলোকচিত্রসমূহ

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. ফেরদৌস আরফিনা ওসমান, অধ্যাপক ডা. এ.টি.এম. ফরিদ উদ্দীন, অধ্যাপক ড. মোঃ শরীফ হোসেন, মেজর জেনারেল (অব:) মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, *পিএইচডি. এনডিসি. পিএসসি. জি+: এমডিএস. এমএস এমবিএ. এমফিল;* জনাব মোঃ মুনির হোসেন, অধ্যাপক ড. শাহ্‌নাজ সরকার এবং জনাব শাব্বির আহ্‌মদ চৌধুরী ০২.০৩.২০২৫ তারিখে মাননীয় প্রধান বিচারপতির নিকট শপথ গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য ড. মো: মহিউদ্দিন, অধ্যাপক ড. এম আমজাদ হোসেন এবং অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শাহীন চৌধুরী ২৪.০৮.২০২৫ তারিখে মাননীয় প্রধান বিচারপতির নিকট শপথ গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য জনাব একেএম আফতাব হোসেন প্রামাণিক ২২.১০.২০২৫ তারিখে মাননীয় প্রধান বিচারপতির নিকট শপথ গ্রহণ করেন।

# বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

অধ্যাপক ড. মোবাশ্বের মোনেম
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

অধ্যাপক ড. মোবাশ্বের মোনেম ১৫ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৬৬ সালের ৭ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। পিএসসিতে যোগদানের পূর্বে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্বনামধন্য অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

শিক্ষাজীবনে তিনি অত্যন্ত মেধাবী এবং আন্তর্জাতিকভাবে উচ্চশিক্ষিত। ড. মোনেম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগ থেকে ১৯৮৬ সালে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি বেলজিয়ামের ইউনিভার্সিটি অফ অ্যান্টওয়ার্প থেকে ১৯৯১ সালে ডেভেলপমেন্ট পলিসিতে পোস্টগ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা এবং ১৯৯২ সালে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৯৯ সালে তিনি যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন থেকে পাবলিক ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে পিএইচ.ডি, ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়াও তিনি ইউনিভার্সিটি অফ সাসেক্স, ইউকে এবং জার্মানির হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট-ডক্টরাল গবেষণা সম্পন্ন করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯৫ সালে কমনওয়েলথ ফেলোশিপ এবং ২০০৩ সালে তিনি জার্মানির হামবোল্ট ফেলোশিপ লাভ করেন। এ পর্যন্ত তাঁর ২টি বই প্রকাশিত হয়েছে। দীর্ঘ পেশাজীবনে তিনি মূলত শিক্ষকতা ও গবেষণার সাথে যুক্ত থেকে নিজেকে একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

ড. মোনেম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে ৩৩ বছর ধরে অধ্যাপনা ও গবেষণায় নিয়োজিত রয়েছেন। তিনি কোরিয়া ইউনিভার্সিটিতে (দক্ষিণ কোরিয়া) ভিজিটিং অধ্যাপক হিসেবে পাবলিক ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড পলিসি বিষয়ে পাঠদান করেছেন। তাঁর গবেষণার মূল ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে রয়েছে গভর্ন্যান্স, পাবলিক সেক্টরে উদ্ভাবন, তুলনামূলক পাবলিক পলিসি, স্থানীয় সরকার ও বিকেন্দ্রীকরণ এবং পাবলিক ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট। তিনি ১০০টিরও বেশি গবেষণা প্রবন্ধ ও প্রযুক্তিগত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন, যার অর্ধেক আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার পরামর্শক হিসেবেও কাজ করেছেন এবং বাংলাদেশের পাবলিক সেক্টর ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন অনুশীলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

পিএসসির চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি দেশের সর্বোচ্চ নিয়োগকারী সংস্থার নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছতা, গতিশীলতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি সম্প্রতি তিনি পিএসসির নিজস্ব 'ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রেস' স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছেন, যা বিসিএস ও অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধ এবং মুদ্রণে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ডা: মোঃ আমিনুল ইসলাম
সদস্য

ডাঃ মোঃ আমিনুল ইসলাম ২০২৪ সালের ১৫ অক্টোবর কর্ম কমিশনে সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৬১ সালের ১ জানুয়ারি চাঁদপুর জেলার কচুয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন উচ্চশিক্ষিত পেশাজীবী এবং জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ। তিনি স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি থেকে MPH এবং MA (Islamic Studies) সম্পন্ন করেন ।তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে তিনি প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এবং রাজশাহীর জেলা প্রশাসক (DC) হিসেবে অত্যন্ত সফলতাঁর সাথে কাজ করেছেন। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি 'মাওলানা ভাসানী মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত হয়েছেন। সামাজিক কর্মকাণ্ডে তাঁর ব্যাপক পদচারণা রয়েছে। তিনি অফিসার্স ক্লাব ঢাকা, জাইকা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ স্কাউটসের মতো স্বনামধন্য সংগঠনের সাথে যুক্ত রয়েছেন। এছাড়া তিনি বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির নির্বাহী কমিটিসহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন।

মোঃ সুজায়েত উল্যা
সদস্য

জনাব মোঃ সুজায়েত উল্যা ১৯৬২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর লক্ষ্মীপুর জেলার সদর উপজেলাধীন লাহারকান্দি ইউনিয়নের পশ্চিম সৈয়দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আব্দুল্লাহপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, চাঁদখালী উচ্চ বিদ্যালয়, ভবানীগঞ্জ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও লক্ষ্মীপুর সরকারী কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পাঠ শেষ করে ১৯৮০-৮১ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হন। ইংরেজি বিভাগ থেকে বিএ (সম্মান) ও এম.এ পাশ করে তিনি ১৯৮৮ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের প্রশাসন ক্যাডারে যোগদান করেন। তিনি সহকারী কমিশনার, সহকারী কমিশনার (ভূমি), থানা ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকায় মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইত্যাদি পদে মাঠ প্রশাসনে চাকরি করেন। তিনি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে উপসচিব (আইন), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে যুগ্ম-সচিব, প্রতিযোগিতা কমিশনের সচিব এবং বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভসে পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন।

কর্ম জীবনে তিনি ফৌজদারী আইন, ভূমি আইন ও লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং-এ দক্ষতা অর্জন করেন এবং কতিপয় আইন ও বিধির খসড়া প্রনয়ণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি শ্রম অভিবাসীদের কল্যাণের লক্ষ্যে গঠিত ওয়েজ আর্নার কল্যাণ বোর্ডের জন্য আইন প্রণয়ন ও জাতীয় আর্কাইভসের জন্য আইন প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। চাকরি জীবনে তিনি সরকারী ভাবে জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ফিলিপাইন, ব্রুনাই, সিঙ্গাপুর, সংযুক্ত আরব আমিরাত, নেপাল, ভারত ও শ্রীলংকা সফর করেন। তিনি দেশে-বিদেশে বিভিন্ন কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করেছেন এবং কতিপয় আন্তর্জাতিক চুক্তির খসড়া প্রণয়ন ও চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়ায় যুক্ত ছিলেন। ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিত Crisis Management কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডিউক ইউনিভার্সিটিতে উন্নয়ন প্রশাসন বিষয়ক দুই সপ্তাহ ব্যাপী কর্মশালায় ও জাপানের UNAFEI তে Criminal Justice Administration বিষয়ে অনুষ্ঠিত ছয় সপ্তাহব্যাপী কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত একটি প্রবন্ধ UNAFEI এর Resource Material সিরিজে প্রকাশিত হয়। তিনি ২০২১ সালের ৩০ শে ডিসেম্বর তিনি অতিরিক্ত সচিব হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। ২০২৪ সালের ১৫ই অক্টোবর তিনি বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন।

ড. নূরুল কাদির
সদস্য

ড. নূরুল কাদির একজন প্রাক্তন সরকারি কর্মকর্তা এবং পরিবেশগত স্থায়িত্ব, জলবায়ু আলোচনা ও প্রশাসন বিশেষজ্ঞ। তিনি ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং সরকারের সচিব হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। শিক্ষাজীবনে তিনি যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েলস থেকে পিএইচডি, থাইল্যান্ডের এআইটি থেকে মাস্টার্স এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তিনি জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আলোচনায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তিনি ২০১৫ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন আলোচনা দলের সমন্বয়ক ছিলেন এবং ইউএনএফসিসিসি (UNFCCC)-এর অধীনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কমিটি ও বোর্ডে সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বিশেষ করে 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ' সংক্রান্ত ওয়ারশ ইন্টারন্যাশনাল মেকানিজমের নির্বাহী কমিটির সদস্য এবং এলডিসি (LDC) গ্রুপের উপদেষ্টা হিসেবে তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

ড. নূরুল কাদির শিক্ষকতা ও গবেষণার সাথেও যুক্ত ছিলেন। তিনি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির পরিবেশ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং বাংলাদেশ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ট্রেনিং সেন্টার (BPATC)-এ রিসোর্স পারসন হিসেবে কাজ করেছেন। ২০২৩ সালে তাঁর সর্বশেষ গবেষণাপত্র 'সাসটেইনেবিলিটি অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ: দ্য বাংলাদেশ সিনারিও' প্রকাশিত হয়। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত এবং দুই পুত্র সন্তানের জনক।

তিনি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, বিশ্বব্যাংক এবং ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব লেবার (USDOL)-এর মতো নামী আন্তর্জাতিক সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্পে পরামর্শক ও বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করার বিশাল অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন ব্যক্তিত্ব।

ড. মোঃ নাজমুল আমীন মজুমদার
সদস্য

ড. মোঃ নাজমুল আমীন মজুমদার একজন প্রজ্ঞাবান শিক্ষাবিদ, গবেষক, মননশীল লেখক ও নীতিনিষ্ঠ প্রশাসক। ১৯৬৬ সালের ৫ অক্টোবর জন্মগ্রহণকারী এই কৃতী ব্যক্তিত্ব বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন-এর সম্মানিত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ১৫ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে এ পদে যোগদান করেন। এর পূর্বে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারে টানা তিন দশক নিষ্ঠা, দক্ষতা ও পেশাগত সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন শেষে সরকারের সচিব হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর প্রশাসনিক জীবন সততা, নৈতিক দৃঢ়তা ও ফলপ্রসূ নেতৃত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

তাঁর শিক্ষাজীবন বহুমাত্রিক ও গৌরবময়। তিনি সম্মান ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এবং ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ ইন এগ্রিকালচার (IPSA), গাজীপুর থেকে। পরবর্তীতে অস্ট্রেলিয়ান ডেভেলপমেন্ট স্কলারশিপ (ADS) এবং অস্ট্রেলিয়ান লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড স্কলারশিপ (ALAS) লাভ করে পাবলিক পলিসি ম্যানেজমেন্ট, ব্যবসা প্রশাসন ও অর্থনীতিতে দ্বিতীয়বার স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ও পিএইচডি অর্জন করেন মনাশ বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়া থেকে। এছাড়া আইবিএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অ্যাডভান্সড সার্টিফিকেট ইন বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সম্পন্ন করেন। তাঁর বিদ্যাচর্চা অধ্যবসায়, মেধা ও জ্ঞানান্বেষণের এক দীপ্ত প্রমাণ।

প্রশাসনিক দায়িত্বের সমান্তরালে তিনি দীর্ঘ প্রায় ১৮ বছর দেশে ও বিদেশে উচ্চশিক্ষা অঙ্গনে অধ্যাপনায় নিয়োজিত থেকে অসংখ্য শিক্ষার্থীর মননে প্রজ্ঞার প্রদীপ প্রজ্বলিত করেছেন। তিনি মনাশ বিশ্ববিদ্যালয়-অস্ট্রেলিয়া, আইবিএ-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ এবং ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়-এ অধ্যাপনা করেছেন। তাঁর পাঠদানের ধারা বিশ্লেষণসমৃদ্ধ, অনুশীলননির্ভর ও অভিজ্ঞতাপুষ্ট—যা শিক্ষার্থীমন্ডলে বিশেষভাবে সমাদৃত।

ড. নাজমুল আমীনের গবেষণা ও প্রকাশনা কার্যক্রমও সমানভাবে সমৃদ্ধ। তাঁর ত্রিশের অধিক গবেষণা প্রবন্ধ দেশ-বিদেশের স্বনামধন্য সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রকাশিত তাঁর চারটি গ্রন্থ— "গাজীপুরে একাত্তর: অনালোচিত বীরগাথা" (পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০২৩, ২০২৪); Corporate Social Responsibilities (CSRs) in Emerging Economies (UPL, ঢাকা, ২০১৬); Cases in Business and Management (Tilde University Press, মেলবোর্ন, ২০০৯, ২০১১); এবং Civil Service Ethics and Good Governance (College Gate Publishing, ঢাকা, ২০০৫)—উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা পরিসরে মূল্যবান সংযোজন হিসেবে বিবেচিত। তাঁর রচনাবলি বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে রেফারেন্স গ্রন্থ হিসেবে তালিকাভুক্ত রয়েছে।

তাঁর বিশেষ আগ্রহের ক্ষেত্র স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট, ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস, হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, দেশভাগ ও মুক্তিযুদ্ধ-সম্পর্কিত গবেষণা ও রচনা। জ্ঞানচর্চা, নৈতিক নেতৃত্ব ও প্রাতিষ্ঠানিক উৎকর্ষ সাধনে তাঁর অবিচল অঙ্গীকার তাঁকে সমকালীন বুদ্ধিবৃত্তিক পরিমন্ডলে এক স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

মো: জহিরুল ইসলাম ভূইয়া
সদস্য

জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম ভূঁইয়া বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের একজন সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ কর্মজীবনে তিনি বাংলাদেশ পুলিশের একজন অভিজ্ঞ ও সুশৃঙ্খল কর্মকর্তা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

১৯৮৯ সালের ২০ ডিসেম্বর সহকারী পুলিশ সুপার হিসেবে তাঁর পেশাগত জীবন শুরু হয়। কর্মজীবনের শুরুতেই তিনি বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি অপারেশনাল ইউনিট এবং জাতীয় পুলিশ সদর দপ্তর উভয় স্থানেই কাজ করার মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তাঁর কর্মজীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হলো জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ। তিনি হাইতি, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা এবং সিয়েরা লিওনে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বিভিন্ন নেতৃত্বস্থানীয় পদে দায়িত্ব পালন করেন । এছাড়াও তিনি নিউইয়র্কের জাতিসংঘ সদর দপ্তরে শান্তিরক্ষা কার্যক্রম বিভাগের অধীনে একটি পেশাদার ক্যাটাগরিতে তিন বছর কাজ করার বিরল সুযোগ লাভ করেন। তাঁর প্রতিটি শান্তিরক্ষা মিশনে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা পদকে ভূষিত হন।

দেশের পুলিশ বিভাগে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য তিনি চারবার আইজিপি (ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ) পদক লাভ করেন, যা তাঁর পেশাদারিত্ব ও নিষ্ঠার স্বীকৃতি। পুলিশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে তিনি একজন রিসোর্স পার্সন। মোঃ জহিরুল ইসলাম ভূঁইয়া একজন সুশিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত পেশাজীবী হিসেবে তাঁর দীর্ঘ ক্যারিয়ারে একাডেমিক ও পেশাগত উভয় ক্ষেত্রেই দক্ষতা অর্জন করেছেন।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইতিহাস বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি আইন বিষয়েও উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেছেন, যা একজন পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে আইনের সঠিক প্রয়োগ ও বিচার প্রক্রিয়া বুঝতে তাকে আরও দক্ষ করে তুলেছে। তিনি দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন পেশাগত ও বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন। বিশেষ করে তিনি যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই)-এর মতো মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পেশাগত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

অধ্যাপক এএসএম গোলাম হাফিজ
সদস্য

অধ্যাপক এএসএম গোলাম হাফিজ বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের (পিএসসি) একজন সম্মানিত সদস্য হিসেবে ০৬ নভেম্বর ২০২৪ সাল থেকে দায়িত্ব পালন করছেন। কমিশনের সদস্য নিয়োগের আগে তিনি ক্যারিয়ার কাটিয়েছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহের কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদের অ্যাগ্রিকালচারাল ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ হতে ১৯৯০ সালে কৃষি অর্থনীতিতে ১ম শ্রেণিতে ২য় স্থান অধিকার করে বি.এস.সি. (অনার্স) ডিগ্রী অর্জন করেন এবং পরবর্তীতে কৃষি অর্থনীতি বিষয়ে ১ম শ্রেণিতে এমএস ডিগ্রী অর্জন করেন। শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতি বিভাগে ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বরে প্রভাষক হিসেবে যোগদানের মধ্য দিয়ে তাঁর চাকুরী জীবন শুরু।

পরে তিনি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে কৃষি অর্থনীতি বিভাগে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে চাকুরী করেন। তিনি Asian Vegetable Research and Development Centre (AVRDC) এর Bangladesh office এ সোসিও ইকনমিস্ট হিসেবে লিয়েনে ছয় মাসের বেশী সময় কাজ করেন। পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থ সংস্থান বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা জীবনে তিনি দুই বার কৃষি অর্থ সংস্থান বিভাগের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ও উন্নয়নের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রফেসর হাফিজের গবেষণা কর্মের পরিধি বিস্তৃত। জলবায়ু পরিবর্তন ও খরা প্রবণ এলাকায় ফসল উৎপাদনের প্রযুক্তিগত দক্ষতা, মাইক্রোফাইন্যান্সের প্রভাব, কৃষিতে মহিলা শ্রমিকের অবদান, বায়োগ্যাস প্রযুক্তির অর্থনীতি এবং ফসলের বাজারজাতকরণ, ফল, শাক-সবজির কৃষক ও ভোক্তা পর্যায়ে মূল্য পার্থক্যের কারণ বিশ্লেষণ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, ডিজিটাল কৃষি এবং কৃষকদের প্রকৃত বাজারের সাথে সংযুক্ত করা, কৃষকদের ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও কৃষি ঋণ এবং নীতিগত সহায়তা তাঁর গবেষণার মূল বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম। প্রফেসর গোলাম হাফিজ কৃষি অর্থনীতিতে বিশেষত ভ্যালু চেইন ম্যানেজমেন্ট ও পণ্যের মূল্য শৃঙ্খল নিয়ে গবেষণার জন্য সুপরিচিত। গবেষণা ও শিক্ষাদানের পাশাপাশি তিনি কৃষি খাতের নীতি নির্ধারণী বিষয়েও গুরুত্বপূর্ণ মতামত রেখে আসছেন। তাঁর ৪০টির অধিক গবেষণা প্রবন্ধ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর দু'টি বুক চ্যাপ্টার Intechopen ও Spring Nature-এ প্রকাশিত হয়েছে । তিনি ৭০ এর অধিক ছাত্রের মাস্টার্স ডিগ্রির গবেষণা তত্ত্বধায়ক হিসেবে কাজ করেছেন এবং বর্তমানে একজন পিএইচডি ছাত্রের কো-সুপারভাইজার হিসেবে কাজ করছেন। তিনি কয়েকটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নির্বাচনী বোর্ডে বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি বিভিন্ন অন্তর্জাতিক সংস্থায় consultant হিসেবে কাজ করেন, তন্মধ্যে DFID, UKAID, SDC, Helvetas Swiss Inter-corporation, World Bank, World Vision, Solidaridet Asia Network, CORDAID অন্যতম। Daffodil International University-তে কৃষি বিজ্ঞান বিভাগের প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে অতিথি শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন।

তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠনের সাথে জড়িত। তিনি কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর আজীবন সদস্য এবং এর কারিগরী ও গবেষণা সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। তিনি বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর দি অ্যাডভান্সমেন্ট অব সাইন্স (BAAS) এর আজীবন সদস্য এবং এর Social Science Section-এ Secretary- এর দায়িত্ব পালন করেন যা তাঁর একাডেমিক ও পেশাগত নেটওয়ার্কের প্রসারতা নির্দেশ করে। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল ইকোনমিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব।

অধ্যাপক ড. এম সোহেল রহমান
সদস্য

অধ্যাপক ড. এম সোহেল রহমান ০৬ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। তাঁর বাংলাদেশ ও বিদেশে গবেষণা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ২৩ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে শিক্ষকতা এবং গবেষণা পরিচালনা করার পাশাপাশি বিভিন্ন জাতীয় প্রকল্পে পরামর্শ পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে প্রশাসন এবং কম্পিউটার এর সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতেও তাঁর কাজ করার উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা রয়েছে।

অধ্যাপক রহমান ২০০২ সালে প্রভাষক হিসেবে তাঁর শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন, ২০০৪ সালে সহকারী অধ্যাপক এবং ২০১০ সালে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি পান এবং ২০১২ সালে পূর্ণ অধ্যাপক হন। তিনি ২০১৬-২০১৮ সময়কালে বুয়েটের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

অধ্যাপক রহমান ২০০৮-২০১১ সাল পর্যন্ত যুক্তরাজ্যের কিংস কলেজ লন্ডনে ভিজিটিং রিসার্চ ফেলো এবং ২০১৪-১৫ সাল পর্যন্ত সেখানে ভিজিটিং সিনিয়র রিসার্চ ফেলো হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি IEEE-এর একজন সিনিয়র সদস্য; আমেরিকান ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটি (AMS) এবং লন্ডন ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটি (LMS) এর সদস্য। তিনি EPSRC, UK এর একজন পিয়ার-রিভিউ কলেজ সদস্য। "কম্পিউটিং ফিল্ডে সাফল্যের জন্য" তিনি ACM-এর একজন Distinguished Member হিসেবে সম্মানিত হয়েছেন। পেশা এবং সমাজে তাঁর প্রযুক্তিগত অবদানের জন্য তিনি IEEE কম্পিউটার সোসাইটির একজন Distinguished Contributor হিসেবেও স্বীকৃত হয়েছেন। তিনি বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমির একজন ফেলো।

অধ্যাপক সোহেল রহমান কমনওয়েলথ স্কলারশিপ, কমনওয়েলথ ফেলোশিপ, এসিইউ টাইটুলার ফেলোশিপ, ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন-বিগ ডেটা ইনস্টিটিউট ভিজিটিং গ্রান্ট, লন্ডন ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটি ভিজিটিং গ্রান্ট ইত্যাদিসহ বিভিন্ন বৃত্তি এবং ফেলোশিপ পেয়েছেন। তিনি বাংলাদেশ একাডেমি অফ সায়েন্সেস স্বর্ণপদক এবং ইউজিসি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তিনি ব্রিটিশ কাউন্সিল, ইউজিসি-বিশ্বব্যাংক, আইসিটি বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার এবং বুয়েট দ্বারা অর্থায়িত গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি এখন পর্যন্ত ১৪০টি গবেষণাপত্র পিয়ার-রিভিউ আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশ করেছেন।

তিনি বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন, জাতীয় ইভেন্ট এবং বিভিন্ন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত/কীনোট বক্তৃতা দিয়েছেন। তিনি বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সম্মেলন সিরিজে প্রোগ্রাম কমিটির সভাপতি/সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। ড. রহমান নিউরাল নেটওয়ার্কস জার্নালের সম্পাদক, পিএলওএস ওয়ানের একাডেমিক সম্পাদক, বিএমসি বায়োইনফরমেটিক্স এবং বিএমসি রিসার্চ নোটসের সহযোগী সম্পাদক। তিনি Stanford/Elsevier তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, যা বিশ্বজুড়ে সর্বাধিক উদ্ধৃত বিজ্ঞানীদের মধ্যে শীর্ষ ২ শতাংশ বিজ্ঞানীর তালিকা প্রকাশ করে।

তিনি ICPC প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা এবং আন্তর্জাতিক ইনফরম্যাটিক্স অলিম্পিয়াডসহ কম্পিউটিংয়ে বেশ কয়েকটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মকান্ডের সাথেও জড়িত। তিনি বাংলাদেশ ইনফরম্যাটিক্স অলিম্পিয়াড কমিটির (BIOC) সদস্য এবং ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিয়াড ইন ইনফরম্যাটিক্সে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের বর্তমান নেতা। তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (BAETE) এর সেক্টরাল কমিটির (CSE এর জন্য) চেয়ারম্যান। তিনি ABET (USA) এর একজন প্রোগ্রাম মূল্যায়নকারী।

ব্যক্তিগত জীবনে, অধ্যাপক রহমানের পিতা জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এবং তাঁর মাতা অধ্যাপক হোসনে আরা বেগম (মৃত) ঢাকার গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের পুষ্টি বিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ড. সারা নওরীন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক; তাঁদের একমাত্র কন্যা, নাজাহা ইজদিহার আমাতুল্লাহ বর্তমানে ভার্জিনিয়ার লেক্সিংটনের ওয়াশিংটন এবং লি বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন W&L স্কলার হিসেবে স্নাতক পর্যায়ে অধ্যয়নরত।

অধ্যাপক ড. চৌধুরী সায়মা ফেরদৌস
সদস্য

অধ্যাপক ড. চৌধুরী সায়মা ফেরদৌস বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক ও জনসেবক। তিনি নভেম্বর ২০২৪ থেকে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং মেধাভিত্তিক নিয়োগ ও জাতীয় প্রশাসনিক সুশাসন নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন।

ড. ফেরদৌস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের আন্তর্জাতিক ব্যবসা বিভাগের অধ্যাপক। প্রায় দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি শিক্ষকতা, গবেষণা ও একাডেমিক নেতৃত্বের সঙ্গে যুক্ত আছেন। তিনি আন্তর্জাতিক ব্যবসা বিভাগের চেয়ারপারসন, ইএমবিএ প্রোগ্রামের পরিচালক এবং মাস্টার্স প্রোগ্রামের পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও তিনি North South University-এ অতিথি শিক্ষক হিসেবে পাঠদান করেছেন।

ড. ফেরদৌস যুক্তরাজ্যের University of Birmingham থেকে কমনওয়েলথ স্কলারশিপপ্রাপ্ত হয়ে করপোরেট গভর্ন্যান্স বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ ও বিবিএ ডিগ্রি সম্পন্ন করেন এবং স্নাতক পর্যায়ে সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জনের জন্য স্বর্ণপদক লাভ করেন।

তাঁর গবেষণা কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন, আর্থিক বাজার, আন্তর্জাতিক বৈচিত্র্যায়ন, নেতৃত্ব এবং উদীয়মান অর্থনীতিতে জেন্ডার ডাইভার্সিটি কেন্দ্রিক। তিনি দেশ-বিদেশের স্বনামধন্য জার্নাল ও গ্রন্থে অসংখ্য গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন, যেখানে সুশাসন সংস্কার, বোর্ড বৈচিত্র্য, ব্যাংকিং খাতের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর নেতৃত্ব বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

তিনি University of Oxford-সহ ইউরোপিয়ান অ্যাকাউন্টিং অ্যাসোসিয়েশন এবং ব্রিটিশ অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স অ্যাসোসিয়েশনের মতো আন্তর্জাতিক ফোরামে গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। এছাড়াও তিনি আইএফসি এবং গ্লোবাল করপোরেট গভর্ন্যান্স ফোরামের সঙ্গে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ড. ফেরদৌস বাংলাদেশ থেকে মনোনীত প্রতিনিধি হিসেবে ইউএনডিপি-ইউএনইএডি ২০২৫ আয়োজিত "ডিজিটাল যুগে নারীর জন্য গ্লোবাল লিডারশিপ একাডেমি" তে অংশগ্রহণ করেন।

অধ্যাপক ড. ফেরদৌস আরফিনা ওসমান
সদস্য

অধ্যাপক ড. ফেরদৌস আরফিনা ওসমান ২ মার্চ ২০২৫ খ্রি: তারিখে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। তিনি তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে লোকপ্রশাসন বিষয়ে শিক্ষকতা ও গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন। সদস্য পদে নিয়োগের আগে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকপ্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

ড. ফেরদৌস আরফিনা ওসমান ১৯৯৯ সালে কমনওয়েলথ স্কলারশিপের আওতায় যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাবলিক পলিসি এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ২০১৬ সালে ফুল ব্রাইট ভিজিটিং স্কলার হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার মান নিয়ে পোষ্ট ডক্টোরাল গবেষণা করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে লোকপ্রশাসনে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন এবং স্নাতক পর্যায়ে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে শীর্ষস্থান অর্জন করায় ইউজিসি পুরস্কার (১৯৯১-১৯৯২) লাভ করেন।

ড. ওসমান ১৯৯৪ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকপ্রশাসন বিভাগে প্রভাষক হিসেবে কর্ম জীবন শুরু করেন এবং ২০০৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকপ্রশাসন বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশ কয়েকটি শীর্ষ স্থানীয় বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষকতা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি লোকপ্রশাসন বিভাগের চেয়ারম্যান (২০২১-২০২৪) এবং এক্সিকিউটিভ মাস্টার অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্টেশন প্রোগ্রামের সমন্বয়কারী (২০১৮-২০২১) ছিলেন। তিনি সেন্টার ফর অ্যাডভান্স রিসার্চ ইন সোশ্যাল সায়েন্স এর পরিচালক (২০২৪-২০২৫) হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে (২০০৯-২০১১) মাস্টার অব ডেভেলপমেন্ট স্ট্যাডিজ (এমডিএস) প্রোগ্রামের সমন্বয়কারী হিসেবেও কাজ করেছেন।

শিক্ষকতাঁর বাইরে অধ্যাপক ড. ফেরদৌস আরফিনা ওসমান ইউএনডিপি, বিশ্বব্যাংক, ডব্লিউএএইচও, কোয়কা, এডিবি এবং রকফেলার ফাউন্ডেশনের পরামর্শক হিসেবে দুই দশকের ও বেশি সময় ধরে কাজ করেছেন। জননীতি, স্বাস্থ্য নীতি, স্থানীয় সরকার, ই-গভর্নেন্স, প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি, নীতি বিশ্লেষণ এবং নগর দারিদ্র্য তাঁর আগ্রহের ক্ষেত্র। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে তাঁর বহু গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি "Policy Making in Bangladesh: A Study of the Health Policy Process" শীর্ষক গ্রন্থের রচয়িতা।

অধ্যাপক ডা. এ.টি.এম. ফরিদ উদ্দীন
সদস্য

অধ্যাপক ডা. এ.টি.এম. ফরিদ উদ্দিন বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের একজন সদস্য, যিনি ০২ মার্চ, ২০২৫ তারিখে কমিশনে যোগদান করেন। ১৯৬৬ সালের ৩০ জুন দিনাজপুরের বিরল উপজেলার বেণীপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করা এই চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে বি.সি.এস. (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ১৩তম ব্যাচের একজন কর্মকর্তা হিসেবে ২৫ এপ্রিল, ১৯৯৪ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় স্বাস্থ্য সেক্টরে সেবা প্রদান করেছেন। সরকারী চাকুরীর প্রথম তিন বৎসর তিনি উপজেলা পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক কার্যক্রমে কাজ করেন। তারপর তিনি ফার্মাকোলজী বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেন। চাকুরীর পরবর্তী ২৫ বৎসর তিনি সরকারী বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে অধ্যাপনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। চাকুরী জীবনের একদম শেষ পর্যায়ে তিনি স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (আরপিসিডি) হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।

শিক্ষাজীবনে তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন; তাঁর সর্বোচ্চ ডিগ্রি হলো এম.ফিল (ফার্মাকোলজি)। এছাড়াও তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতাঁর তালিকায় রয়েছে এসএসসি, এইচএসসি এবং এমবিবিএস। চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিশেষ করে ফার্মাকোলজি বিষয়ে তাঁর গভীর পান্ডিত্য ও অভিজ্ঞতা রয়েছে। গবেষণার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। তিনি দেশি ও আন্তর্জাতিক জার্নালে বেশ কিছু মৌলিক গবেষণা পত্র প্রকাশ করেছেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আর্সেনিক যুক্ত পানি থেকে ওয়াটার হায়াসিন্থের মাধ্যমে আর্সেনিক অপসারণ এবং লিভার সিরোসিস রোগীদের রেনাল ফাংশন বিষয়ক গবেষণা। তাঁর এই দীর্ঘ পেশাগত অভিজ্ঞতা ও একাডেমিক দক্ষতা বর্তমানে সরকারী কর্ম কমিশনের প্রশাসনিক ও নীতিনির্ধারণী কার্যাবলীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

অধ্যাপক ড. মোঃ শরীফ হোসেন
সদস্য

অধ্যাপক ডক্টর মোঃ শরীফ হোসেন এর বাংলাদেশ ও বিদেশে গবেষণা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে ২৯ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি ১৯৯৩ ও ১৯৯৫ সালে যথাক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি জাপান সরকারের মর্যাদাপূর্ণ মনবুশো (Monbusho) স্কলারশিপপ্রাপ্ত হয়ে জাপানের কিয়ুশু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৬ সালে জাপানি ভাষায় ডিপ্লোমা, ১৯৯৯ সালে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর এবং ২০০২ সালে ইকোনোমেট্রিক্সে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।

ডক্টর শরীফ হোসেন কিয়ুশু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকোনমিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ভিজিটিং ফেলো হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং পরবর্তীতে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে অধ্যাপনা করেন। এছাড়া তিনি কাজাখস্তান প্রজাতন্ত্রের KIMEP বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক হিসেবেও নিয়োজিত ছিলেন। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগে (বর্তমানে অ্যাকাউন্টিং বিভাগ) অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

ডক্টর শরীফ হোসেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিভিন্ন জার্নালে ৮০টিরও বেশি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন, যা বিশ্বব্যাপী ২,২১৯ বারের বেশি উদ্ধৃত হয়েছে। তাঁর গবেষণা সূচকের মধ্যে h-index ১৫ এবং 110-index ২১। তিনি বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বহু গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেছেন, যার মধ্যে চারটি গবেষণাপত্র সেরা গবেষণাপত্র হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে। তিনি আন্তর্জাতিকভাবে একাধিক গবেষণা মনোগ্রাফও প্রকাশ করেছেন। তিনি তিনটি একাডেমিক গ্রন্থের রচয়িতা- (i) Income Inequality in Bangladesh (OSDER Publications, ২০০৭), (ii) Statistics for Business, Management and Economics (মল্লিক অ্যান্ড ব্রাদার্স পাবলিকেশন্স, ২০১৪) এবং (iii) Econometric Analysis: An Applied Approach to Business and Economics (Cambridge Scholars Publishing Ltd., যুক্তরাজ্য, ২০২৪)।

পেশাগত জীবনে তিনি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে দেশ-বিদেশে বেসিক ইকোনোমেট্রিক্স, অ্যাপ্লাইড ইকোনোমেট্রিক্স, অ্যাডভান্সড স্টাডি অফ ইকোনোমেট্রিক্স, মাইক্রোইকোনমিক্স, প্রিন্সিপাল অফ ইকোনোমিক্স, ম্যাক্রোইকোনমিক্স, ম্যানেজারিয়াল ইকোনোমিক্স, ডেভেলপমেন্ট ইকোনোমিক্স, ম্যাথমেটিক্যাল ইকোনোমিক্স, বিজনেস স্ট্যাটিসটিক্স ফর ডিসিশন মেকিং, বিজনেস ম্যাথমেটিক্স ফর ডিসিশন মেকিং, কোয়ান্টিটেটিভঅ্যানালিসিস ফর বিজনেস, অপারেশন রিসার্চ, রিসার্চ মেথডোলজি, ফিনান্সিয়াল ম্যাথমেটিক্স, ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স, ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালিসিস ফর বিজনেস ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষকতা করেছেন।

মেজর জেনারেল (অব:) মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, পিএইচডি
এনডিসি, পিএসসি, জি+, এমডিএস, এমএসসি, এমবিএ, এমফিল
সদস্য

মেজর জেনারেল (অব.) ড. মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম একজন বহুমুখী অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ এবং বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের (BPSC) একজন সদস্য। ১৯৬২ সালের ২০ জুলাই জন্মগ্রহণকারী এই মেধাবী কর্মকর্তা ২০১২ সালে সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর দীর্ঘ সামরিক ক্যারিয়ারে তিনি চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল, মিরপুর সেনানিবাস এবং রংপুর এলাকায় তিনটি আর্টিলারি ব্রিগেডের কমান্ডারের দায়িত্বসহ দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্টাফ ও নির্দেশনামূলক পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তিনি আইভরি কোস্টে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে 'চিফ অফ অপারেশনস' এবং সাবেক যুগোস্লাভিয়ায় জাতিসংঘের সর্বোচ্চ সদর দপ্তরের 'অপারেশনস অফিসার' হিসেবে কাজ করার গৌরব অর্জন করেছেন।

তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তিনি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (BUP) থেকে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ে যথাক্রমে পিএইচডি এবং এম.ফিল ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়াও তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর, এম ডি এস, এম এসসি এবং যুক্তরাষ্ট্রের ট্রিনিটি ইউনিভার্সিটি থেকে এমবিএ সম্পন্ন করেন। তিনি দেশি-বিদেশি বিভিন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান থেকে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন, যার মধ্যে বিশ্বব্যাংক আয়োজিত সম্পদ উদ্ধার প্রশিক্ষণ এবং যুক্তরাষ্ট্রে এয়ার ডিফেন্স অ্যাডভান্স কোর্স ও ড্রোন প্রশিক্ষণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক হিসেবে তাঁর ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ (DSCSC), স্কুল অব আর্টিলারি এবং বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমির (BMA) অনুষদ সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন। এছাড়াও তিনি ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (IUB)-এর রেজিস্ট্রার ছিলেন এবং বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন স্নাতক প্রোগ্রামে খন্ডকালীন শিক্ষকতা করেছেন। তিনি ২০১০-২০১১ সালে সশস্ত্র বাহিনীর ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি এন. ডি. সি অর্জন করেন। গবেষণা ক্ষেত্রেও তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে; ২০১০ সালে তিনি ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ থেকে 'বেস্ট রিসার্চ পেপার' পুরস্কার লাভ করেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন এবং বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক সংগঠনের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দুই কন্যার জনক এবং গলফ খেলা ও বই পড়তে পছন্দ করেন।

মোঃ মুনির হোসেন
সদস্য

জনাব মোঃ মুনির হোসেন গত ০২ মার্চ ২০২৫ তারিখে সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ করে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে যোগদান করেন। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে সদস্য হিসেবে যোগদানের পূর্বে তিনি বিসিএস পুলিশ সার্ভিসে ৩০ বছর সফলতার সাথে কর্মরত থেকে এডিশনাল আইজিপি হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। জনাব মোঃ মুনির হোসেন ২৫/০৯/১৯৬৪ সালে শরিয়তপুর জেলার সখিপুর থানার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা জীবনের শুরুতে তিনি মেধার স্বাক্ষর রেখে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি অনুষদে স্নাতক ও পরিবেশ বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন।

তিনি ১৯৯৫ সালে ১৫তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পুলিশ ক্যাডারে যোগদান করেন।

সহকারী পুলিশ সুপার হিসেবে যোগদান করার পর তিনি পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন পদমর্যাদায় দেশে ও বিদেশে কর্মরত ছিলেন। কর্ম জীবনে তিনি নেত্রকোনা ও সিরাজগঞ্জ জেলায় পুলিশ সুপার হিসেবে এবং চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ডিসি হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি সিআইডি (Criminal Investigation Department) তে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এছাড়াও তিনি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে পূর্ব তিমুর (UNMIT) ও কসোভো (UNMIK) তে পুলিশ এডভাইজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একাধিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের পাশাপাশি প্রশিক্ষক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও তিনি অস্ট্রেলিয়া ও মালয়েশিয়াতে পুলিশ তদন্তের উপর দীর্ঘমেয়াদী বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

অধ্যাপক ড. শাহ্নাজ সরকার
সদস্য

অধ্যাপক ড. শাহনাজ সরকার বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এর একজন সদস্য হিসেবে ২ মার্চ ২০২৫ সালে যোগদান করেন। এই নিয়োগের পূর্বে তিনি শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা তে এগ্রিকালচারাল বোটানী বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে প্রায় ৩০ বছর কর্মরত ছিলেন। শিক্ষা জীবনের শুরু থেকেই তিনি মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ হতে কৃতিত্বের সাথে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর তিনি জাপান সরকারের অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ "Monbukagaksho Scholarship" এর ফেলো হিসেবে গিফু বিশ্ববিদ্যালয়, জাপান থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক হিসেবে তিনি ১৯৯৫ সালে প্রভাষক হিসেবে তাঁর কর্ম জীবন শুরু করেন। কর্মজীবনে গবেষণা কার্যক্রমে তিনি উল্লেখযোগ্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর ২৫ টিরও বেশি গবেষণা প্রবন্ধ দেশী এবং বিদেশী জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বাংলাদেশ, জাপান এবং ইউকে তে কৃষি বিষয়ক উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক সম্মেলন এবং সেমিনারে অংশগ্রহণ করে তাঁর একাডেমিক উৎকর্ষ ও পেশাগত জ্ঞান স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করেছেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে মাস্টার্স এবং পিএইচডি ডিগ্রী লাভকারী ছাত্র-ছাত্রীরা দেশে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দক্ষতার সাথে কাজ করে চলেছেন।

অধ্যাপক ড. শাহনাজ সরকার কর্মজীবনে শিক্ষকতার পাশাপাশি নানান একাডেমিক, প্রশাসনিক এবং সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন যা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

শাব্বির আহ্মদ চৌধুরী
সদস্য

জনাব শাব্বির আহমদ চৌধুরী ০২ এপ্রিল ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের পটুয়াখালীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশলে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্মজীবনে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। পরবর্তীতে ০২ মার্চ ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। পেশাগত দক্ষতাঁর পাশাপাশি তাঁর বিশেষ ভাষাগত দক্ষতা রয়েছে; তিনি ফরাসী ভাষায় পড়তে, লিখতে এবং কথা বলতে পারদর্শী। এছাড়া গবেষণামূলক কাজেও তাঁর অবদান রয়েছে; ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ (NDC) জার্নালে 'Delimitation of Maritime Boundary of Bangladesh' বিষয়ের ওপর তাঁর একটি গবেষণামূলক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে ।

ড. মো: মহিউদ্দিন
সদস্য

ড. মোঃ মহিউদ্দিন ২৪ আগস্ট ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। এর পূর্বে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ড. মহিউদ্দিন বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারে ১৯৯৩ সালে যোগদান করেন। তিনি তিন দশকেরও বেশি সময়ের বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে সরকারের সিনিয়র সহকারী সচিব, উপসচিব, যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিব হিসেবে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ বিভাগ ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব পালন করেন। মাঠ প্রশাসনে তিনি সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট, নেজারত ডেপুটি কালেক্টর, রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ হজ্ব মিশন মক্কা, সৌদি আরবে কনসাল (হজ) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি তাঁর কর্মকালীন সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য এবং জনতা ব্যাংক পিএলসি, বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিসট্রিবিউশন পিএলসি, এসএমই ফাউন্ডেশন ও আরণ্যক ফাউন্ডেশনের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ড. মহিউদ্দিন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাকাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগ হতে বিকম (সম্মান)-এ প্রথম শ্রেণী ও এম কম-এ প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন এবং "Microcredit and Entrepreneurship Development: A Study of Bangladesh Krishi Bank (BKB)' বিষয়ক গবেষণার জন্য পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। এছাড়া তিনি অস্ট্রেলিয়ার ম্যাকুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম অন ইফেক্টিভ গভার্নেন্স ফর সাসটেইনএবল ডেভেলপমেন্ট কোর্স সম্পন্ন করেন এবং এশিয়ান ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজী (এ আই টি), থাইল্যান্ড থেকে এডভান্স পাবলিক সেক্টর ম্যানেজম্যান্ট এর উপর উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

দেশের বিভিন্ন স্বনামধন্য জার্নালে তাঁর বেশ কিছু গবেষণা প্রবন্ধ এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উপস্থাপিত গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে কর্মকালীন সময়ে তাঁর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ন্যাশনাল স্যানিটেশন এ্যাওয়ার্ড ও বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে সচিব হিসেবে কর্মকালীন সময়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত কল্পে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী ডিজিটালাইজেশনের আওতায় আনয়নে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

ড. মহিউদ্দিন চট্টগ্রাম জেলার একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৬৬ সালের ৫ই আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মওলানা জালাল আহমেদ ও মোসাম্মাৎ উম্মে কুলসুমের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি এবং তাঁর সহধর্মিনী সায়েরা জেসমীন এক কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের গর্বিত পিতা-মাতা। তাদের কন্যা আবিরা আফনান বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একজন ফ্লাইং অফিসার এবং পুত্র আদিব ফারহান আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকায় অধ্যয়নরত।

অধ্যাপক ড. এম আমজাদ হোসেন
সদস্য

প্রফেসর ড. মোঃ আমজাদ হোসেন বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এর সদস্য, যে দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন ২৪ আগস্ট ২০২৫ সালে। এ নিয়োগের পূর্বে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্স বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত প্রায় ৩৬ বৎসর ছিলেন। অল্প বয়স থেকেই তিনি মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন-যশোর বোর্ডের অধীনে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে পান ট্যালেন্টপুল বৃত্তি। পরবর্তীতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উভয় পর্যায়ে তিনি অর্জন করেন বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তি। ২০০০ সালে তিনি নয়া দিল্লির জেএমআই সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি থেকে Small Industry Financing বিষয়ক গবেষণার জন্য পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউজিসি প্রদত্ত জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ (জেআরএফ)-এর সহায়তায় সম্পন্ন হয়।

একজন নিবেদিতপ্রাণ গবেষক হিসেবে প্রফেসর হোসেন সাতজন পিএইচডি এবং দুইজন এমফিল গবেষকের গবেষণা সম্পন্ন করিয়েছেন। দেশ-বিদেশে বহিরাগত পরীক্ষক হিসেবে তিনি প্রায় ত্রিশটি পিএইচডি ও এমফিল গবেষণাপত্র মূল্যায়ন করেছেন। দেশ-বিদেশের স্বনামধন্য জার্নালে প্রকাশিত তাঁর বেশ কিছু গবেষণা প্রবন্ধ এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উপস্থাপিত গবেষণাপত্র তাঁর একাডেমিক উৎকর্ষ ও পেশাগত প্রভাব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করেছে। Adjunct Faculty ও বিশেষজ্ঞ হিসেবে বেশ কিছু সরকারি ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ করে IBA (RU), আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, RPATC, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, পুন্ড্র ইউনিভার্সিটি, Bangladesh Army University of Engineering and Technology (BAUET) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে পাঠদান করে শিক্ষাজগতকে সমৃদ্ধ করেছেন। পাশাপাশি তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফাইন্যান্স অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন সহ-সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেনে। Journal of Business Studies-এর প্রধান সম্পাদক এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস ক্লাবের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবেও তাঁর অবদান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

ড. হোসেন তাঁর দীর্ঘ ও সার্থক শিক্ষাব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবসায় অনুষদের ডিন হিসেবে পরপর দুটি মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং সিন্ডিকেট সদস্য হিসেবেও দুই মেয়াদ দায়িত্ব পালন করেছেন। ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের চেয়ারম্যান, হল প্রভোস্ট, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও বাংলাদেশ পাবলিক ইউনিভার্সিটি টিচার্স ফেডারেশনের সদস্য হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালন অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শাহীন চৌধুরী
সদস্য

ড. মুহাম্মদ শাহীন চৌধুরী বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের একজন সম্মানিত সদস্য। তিনি ১৯৭৬ সালের ১ জুলাই চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ২০২৫ সালের ২৪ আগস্ট তিনি কমিশনের সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। এর আগে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

আইনের শিক্ষা, গবেষণা ও অধিকার ভিত্তিক এডভোকেসীর ক্ষেত্রে ড. চৌধুরী'র রয়েছে উজ্জ্বল পদচারণা। তিনি আইনের ওপর পিএইচডি (Ph.D.) ডিগ্রি অর্জন করেছেন। এ ছাড়াও তাঁর এলএল.এম. (LL.M) এবং এলএল.বি. (অনার্স) ডিগ্রি রয়েছে। উচ্চতর শিক্ষার পাশাপাশি তিনি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন, মেধা সম্পদ, রিসার্চ মেথডোলজি, কর্পোরেট গভার্নেন্স, লিগ্যাল অ্যাডভোকেসি, এবং হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্টের ওপর বিভিন্ন ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্ন করেছেন।

পেশাগত জীবনে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের চেয়ারম্যান, প্রীতিলতা হলের প্রভোস্ট এবং বিভিন্ন একাডেমিক জার্নালের এডিটোরিয়াল সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও তিনি আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের (আইআইইউসি) কোর্স অ্যাডভাইজার এবং নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড ইউনিভার্সিটিতে এক্সাম সুপারভাইজার হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনি বিশেষজ্ঞ, গবেষক, কনসালটেন্ট, এবং প্রকল্প মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন। তিনি আইএলও (ILO), ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU), বিশ্বব্যাংক, ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব লেবার (USDOL), উইনরক ইন্টারন্যাশনাল, জার্মান ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন, ও জিআইজেড-এর মতো নামী আন্তর্জাতিক সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্পে পরামর্শক ও বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন ব্যক্তিত্ব। নবীন গবেষকদের মেন্টরিং করা, আইন ও অধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, শ্রম আইন সংস্কারে অবদান রাখা, এবং আইনের শাসন ও টেকসই উন্নয়ন বিষয়ে বিভিন্ন সেমিনার ও কনফারেন্সে বিশেষজ্ঞ হিসেবে অংশ গ্রহণ করা সহ বহুমুখী ক্ষেত্রে ড. মুহাম্মদ শাহীন চৌধুরী অবদান রেখেছেন।

একেএম আফতাব হোসেন প্রামাণিক
সদস্য

জনাব একেএম আফতাব হোসেন প্রামাণিক বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের একজন সদস্য হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি ১৯৬৬ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর রাজশাহীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষাজীবন অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল, তিনি রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড থেকে ১৯৮১ সালে এসএসসি (মানবিক) পরীক্ষায় ৫ম স্থান এবং ১৯৮৩ সালে এইচএসসি (মানবিক) পরীক্ষায় ৩য় স্থান অধিকার করেন। পরবর্তীতে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লোক প্রশাসন বিষয়ে স্নাতক (বিএসএস) ও স্নাতকোত্তর (এমএসএস) ডিগ্রি অর্জন করেন।

তাঁর পেশাজীবন অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় এবং দীর্ঘ। তিনি ১৯৯৩ সালের এপ্রিলে জামালপুর ডিসি অফিসে সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মজীবন শুরু করার পর মাঠ প্রশাসন ও সচিবালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সিংড়া, নাটোর), সৌদি আরবের জেদ্দায় বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলের প্রথম সচিব (শ্রম) এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ERD) ও স্থানীয় সরকার বিভাগের (LGD) বিভিন্ন পদে কাজ করেছেন। এছাড়াও তিনি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব এবং বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে যোগদানের আগে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

পেশাগত সততা ও দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ২০১৫ সালে 'শুদ্ধাচার পুরস্কার' লাভ করেন। তিনি ২২ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য হিসেবে যোগদান করেন এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত কর্মরত আছেন।

## বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়

মোঃ আব্দুর রহমান তরফদার
সচিব

জনাব মোঃ আব্দুর রহমান তরফদার একজন অভিজ্ঞ সরকারি কর্মকর্তা, যিনি বর্তমানে সচিব হিসেবে দায়িত্বরত আছেন। তিনি ১৯৬৭ সালের ১ ডিসেম্বর হবিগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের সচিব হিসেবে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে যোগদান করেন। এই পদে আসার আগে তিনি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে কর্মরত ছিলেন।

তাঁর শিক্ষাজীবন বেশ উজ্জ্বল ও বৈচিত্র্যময়। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যান বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ২০১১ সালে তিনি ডেনমার্কের ডানিডা ফেলোশিপ সেন্টার থেকে 'পাবলিক সেক্টর লিডারশিপ' বিষয়ে একটি ফেলোশিপ কোর্স সম্পন্ন করেন। এছাড়াও তিনি বৃন্দাবন সরকারি কলেজ থেকে এইচ.এস.সি এবং এম. এ. ওহাব উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এস.এস.সি সম্পন্ন করেন।

দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব, উপসচিব এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে মাঠ পর্যায়ে কাজ করেছেন। এছাড়াও তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর বিশেষ দক্ষতার ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে ভূমি ব্যবস্থাপনা, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা এবং বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প ব্যবস্থাপনা উল্লেখযোগ্য।

গবেষণা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান রয়েছে। তিনি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের অভ্যন্তরীণ রাজস্বের ওপর একটি গবেষণাপত্র তৈরি করেন এবং বাংলাদেশে শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার ওপর একটি সমীক্ষা পরিচালনা করেন। কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি মাঠ প্রশাসন, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ থেকে সনদ ও সম্মাননা অর্জন করেছেন।

পেশাগত দায়িত্ব ও শিক্ষা সফরের অংশ হিসেবে তিনি থাইল্যান্ড, চীন, ভারত, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, যুক্তরাজ্য, ডেনমার্ক এবং জার্মানিসহ বিশ্বের অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনার ও ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেছেন।

## ২০২৫ সালে কমিশন সচিবালয় হতে বদলিজনিত কর্মাবসান

ড. মোঃ সানোয়ার জাহান ভূঁইয়া
সচিব
[২৩.১০.২০২৪ - ১৫.০৯.২০২৫]

কমিশন ভবনের প্রবেশমুখে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও সচিব

কমিশন সভা

# সূচিপত্র


| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| *প্রথম অধ্যায়*<br>বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের গঠন, দায়িত্ব ও প্রশাসনিক কাঠামো | ১-৯ |
| *দ্বিতীয় অধ্যায়*<br>প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন | ১০-২০ |
| *তৃতীয় অধ্যায়*<br>পদোন্নতির মাধ্যমে কর্মকর্তা মনোনয়ন | ২১-২৩ |
| *চতুর্থ অধ্যায়*<br>আত্মীকরণ ও নিয়মিতকরণ বিধিমালার আওতায় চাকরি নিয়মিতকরণের সুপারিশ প্রদান | ২৪ |
| *পঞ্চম অধ্যায়*<br>অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা, সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা ও উর্ধ্বতন পদে পদোন্নতি পরীক্ষা গ্রহণ | ২৫-২৮ |
| *ষষ্ঠ অধ্যায়*<br>নিয়োগবিধি, জ্যেষ্ঠতা ও শৃঙ্খলা বিষয়ক কার্যক্রম | ২৯-৩৩ |
| *সপ্তম অধ্যায়*<br>মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও সরকারি সংস্থাকে পরামর্শ এবং সহযোগিতা প্রদান | ৩৪ |
| *অষ্টম অধ্যায়*<br>কমিশনের আর্থিক প্রতিবেদন | ৩৫-৩৯ |
| *নবম অধ্যায়*<br>কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক ও মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ বিষয়ক কার্যক্রম | ৪০ |
| *দশম অধ্যায়*<br>বি.সি.এস. পরীক্ষার ফলাফল সংক্রান্ত তথ্য বিন্যাস | ৪১-৬৪ |
| *একাদশ অধ্যায়*<br>স্মারকলিপি | ৬৫ |
| *দ্বাদশ অধ্যায়*<br>বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত ও উদ্‌যাপিত/পালনকৃত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের কিছু আলোকচিত্র | ৬৭-৮৪ |
| *ত্রয়োদশ অধ্যায়*<br>গণমাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন | ৮৫-১০২ |

| পরিশিষ্ট | বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| পরিশিষ্ট- ১.১ | ১৯৭২-২০২৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে দায়িত্ব পালনকারী চেয়ারম্যানবৃন্দের নাম ও কার্যকাল | ১০৩ |
| পরিশিষ্ট-১.২ | ১৯৭২-২০২৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে দায়িত্ব পালনকারী সদস্যবৃন্দের নাম ও কার্যকাল | ১০৪-১১০ |
| পরিশিষ্ট-১.৩ | ১৯৯৬-২০২৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের দায়িত্ব পালনকারী সচিববৃন্দের নাম ও কার্যকাল | ১১১ |
| পরিশিষ্ট-১.৪ | ২০২৫ সালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের (৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেড) এর কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) | ১১২-১১৬ |
| পরিশিষ্ট-১.৫ | ২০২৫ সালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) | ১১৭-১১৯ |
| পরিশিষ্ট-১.৬ | বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ও কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের পদওয়ারি মঞ্জুরিকৃত, পূরণকৃত এবং শূন্য পদের বিবরণ (চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয়সহ) | ১২০-১২১ |
| পরিশিষ্ট-১.৭ | বাংলাদেশ সরকারী কমিশন সচিবালয়ের কর্মচারীদের (গ্রেড ১১-১৮ ও গ্রেড-২০) পদওয়ারি মঞ্জুরিকৃত, পূরণকৃত এবং শূন্য পদের বিবরণ (চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয়সহ) | ১২২-১২৩ |
| পরিশিষ্ট-২.১ | প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বিবরণ (ক্যাডার) | ১২৪ |
| পরিশিষ্ট-২.২ | ৪৫ তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু পদ স্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশকৃত নন এমন প্রার্থীদের নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা, ২০২৩ অনুযায়ী নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণির [৯ম গ্রেড] পদে সুপারিশের পরিসংখ্যান | ১২৫-১২৭ |
| পরিশিষ্ট-২.৩ | ৪৫ তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু পদ স্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশকৃত নন এমন প্রার্থীদের নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা, ২০২৩ অনুযায়ী নন-ক্যাডার দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম গ্রেড] পদে সুপারিশের পরিসংখ্যান | ১২৮ |
| পরিশিষ্ট-২.৪ | বাছাই পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রার্থী সুপারিশের বিবরণ | ১২৯-১৩৯ |
| পরিশিষ্ট-২.৫ | লিখিত পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রার্থীর বিবরণ | ১৪০-১৪৪ |
| পরিশিষ্ট-২.৬ | শুধু সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রার্থী সুপারিশের বিবরণ | ১৪৫-১৪৯ |
| পরিশিষ্ট ২.৭ | প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রার্থীর বিবরণ | ১৫০-১৫২ |
| পরিশিষ্ট ৩ | পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের সুপারিশ | ১৫৩-১৮২ |
| পরিশিষ্ট ৪.১ | জাতীয়করণকৃত কলেজ শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী আত্তীকরণ বিধিমালা,২০০০ অনুযায়ী অস্থায়ী চাকরী নিয়মিতকরণের সুপারিশ | ১৮৩-১৮৪ |
| পরিশিষ্ট ৪.২ | সরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক ও কর্মচারী আত্তীকরণ বিধিমালা,২০২৪ অনুযায়ী অস্থায়ী চাকরী নিয়মিতকরণের সুপারিশ | ১৮৫ |
| পরিশিষ্ট ৪.৩ | নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা বিধিমালা-২০২৪ অনুযায়ী অস্থায়ী চাকরি নিয়মিতকরণের সুপারিশের বিবরণ | ১৮৫ |
| পরিশিষ্ট ৪.৪ | নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা বিধিমালা-২০০৫ অনুযায়ী অস্থায়ী চাকরি নিয়মিতকরণের সুপারিশের বিবরণ | ১৮৬ |
| পরিশিষ্ট ৪.৫ | সরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক ও কর্মচারী আত্তীকরণ বিধিমালা,১৯৮৩ অনুযায়ী চাকরী নিয়মিতকরণের সুপারিশ | ১৮৭-১৮৮ |
| পরিশিষ্ট ৪.৬ | সরকারের ২০ জুন ২০০৫ তারিখের নিয়মিতকরণ বিধিমালা অনুযায়ী নিয়মিতকরণের সুপারিশের বিবরণ | ১৮৯ |
| পরিশিষ্ট ৪.৭ | সরকারিকৃত কলেজ শিক্ষক ও কর্মচারী আত্তীকরণ বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী চাকরি নিয়মিতকরণের সুপারিশের বিবরণ | ১৯০-২০৮ |

| পরিশিষ্ট | বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| পরিশিষ্ট-৬.১ | নিয়োগবিধির কাঠামো গঠন, সংশোধন ও বিভিন্ন চাকরির শিক্ষাগত যোগ্যতার মান নির্ধারণ বিষয়সমূহ | ২০৯ |
| পরিশিষ্ট -৬.২ | সরকারি কর্মচারী [শৃঙ্খলা ও আপিল] বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী কমিশনের সুপারিশের বিবরণ | ২১০-২২৪ |
| পরিশিষ্ট ৯.১ | বিসিএসসহ অন্যান্য নন-ক্যাডার পদে পরীক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সেমিনার/কর্মশালাসমূহ | ২২৫-২৩০ |
| পরিশিষ্ট ৯.২ | অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ/অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের জন্য কর্মকর্তা/কর্মচারী মনোনয়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন | ২৩১-২৩২ |
| পরিশিষ্ট-১০.১ | ৪৪ তম বি.সি.এস. এ সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের বিভাগয়ারি জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান | ২৩৩ |
| পরিশিষ্ট-১০.২ | ৪৪ তম বি.সি.এস. এ কারিগরি/পেশাগত ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের বিভাগয়ারি জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান | ২৩৪ |
| পরিশিষ্ট ১০.৩ | ৪৪ তম বি.সি.এস. এ সাধারণ শিক্ষা/কারিগরি শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের বিভাগয়ারি জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান | ২৩৫-২৩৭ |
| পরিশিষ্ট ১০.৪ | ৪৪ তম বি.সি.এস. এর চূড়ান্ত সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের জেলাওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান | ২৩৮ |
| পরিশিষ্ট-১০.৫ | ৪৫ তম বি.সি.এস. এর চূড়ান্ত সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের জেলাওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান | ২৩৯ |
| পরিশিষ্ট-১০.৬ | ৪৫ তম বি.সি.এস. এ সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের বিভাগয়ারি জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান | ২৪০ |
| পরিশিষ্ট ১০.৭ | ৪৫তম বি.সি.এস. এ কারিগরি/পেশাগত ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের বিভাগয়ারি জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান | ২৪১ |
| পরিশিষ্ট-১০.৮ | ৪৫ তম বি.সি.এস. এ সাধারণ শিক্ষা/কারিগরি শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের বিভাগয়ারি জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান | ২৪২-২৪৪ |
| পরিশিষ্ট ১০.৯ | ৪৮তম (বিশেষ) বি.সি.এস. এর চূড়ান্ত সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের জেলাওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান | ২৪৫ |
| পরিশিষ্ট-১০.১০ | ৪৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস. এর চূড়ান্ত সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের জেলাওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান | ২৪৬ |
| পরিশিষ্ট-১১.১ | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের প্রথম শ্রেণি [৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেড] এবং দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে সরাসরি নিয়োগের প্রস্তাব বিবেচনার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় তথ্যের চেকলিস্ট | ২৪৭ |
| পরিশিষ্ট-১১.২ | মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে পদোন্নতির প্রস্তাব বিবেচনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের চেকলিস্ট | ২৪৮ |
| পরিশিষ্ট-১১.৩ | এডহক ভিত্তিক নিয়োজিত কর্মকর্তাদের প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড] ও দ্বিতীয় [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] শ্রেণির চাকরি নিয়মিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের চেকলিস্ট | ২৪৯ |
| পরিশিষ্ট-১১.৪ | উন্নয়ন প্রকল্প থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত ১ম শ্রেণি [৯ম গ্রেড] ও ২য় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদধারীদের চাকরি নিয়মিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের চেকলিস্ট | ২৫০ |
| পরিশিষ্ট-১১.৫ | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরসহ বিভিন্ন সরকারি অফিসের নিয়োগবিধি প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের চেকলিস্ট | ২৫১ |
| পরিশিষ্ট-১১.৬ | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের প্রথম শ্রেণি [৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেড] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে কর্মরত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় সুপারিশ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের চেকলিস্ট | ২৫২ |
| পরিশিষ্ট-১১.৭ | বিভাগীয় মামলায় গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ও আবশ্যক কাগজপত্র/তথ্যাবলি | ২৫৩ |
| পরিশিষ্ট-১১.৮ | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের প্রথম শ্রেণি [৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেড] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে কর্মরত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ অনুযায়ী রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় মতামত প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের চেকলিস্ট | ২৫৪ |
| পরিশিষ্ট-১১.৯ | বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনের ছকের নমুনা | ২৫৫ |
| পরিশিষ্ট-১১.১০ | Examiner's Review | ২৫৬ |
| পরিশিষ্ট-১১.১১ | Abbreviation | ২৫৭-২৫৮ |

# প্রথম অধ্যায়

## বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের গঠন, দায়িত্ব ও প্রশাসনিক কাঠামো

### ১.১ গঠন ও আইনগত ভিত্তি

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৭-১৪০ অনুচ্ছেদে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের গঠন, চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগ, চেয়ারম্যান ও সদস্য পদের মেয়াদ ও কমিশনের দায়িত্ব বর্ণিত আছে।

১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়। সংবিধান কার্যকর হওয়ার পূর্বেই মহামান্য রাষ্ট্রপতি ১৯৭২ সালের ৮ এপ্রিল তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন আদেশ (রাষ্ট্রপতির ৩৪ নম্বর আদেশ) জারির মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন গঠন করেন।

১৯৭৭ সালে The Bangladesh Public Service Commission Ordinance, 1977 (Ordinance No. LVII of 1977) জারি করা হয়। এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে প্রথম ও দ্বিতীয় কমিশনকে একীভূত করে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন গঠন করা হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সংবিধানের ৮৮, ১৩৭-১৪১ ও ১৪৭ নম্বর অনুচ্ছেদের বিধান, The Bangladesh Public Service Commission Ordinance, 1977 (সংশোধনীসহ) এবং The Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1979 (সংশোধনীসহ) দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। ২০২৩ সালের ২৩ জানুয়ারি The Bangladesh Public Service Commission Ordinance, 1977 রহিত পূর্বক যুগোপযোগী করে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন আইন, ২০২৩ জারি করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সংবিধানের ৮৮, ১৩৭-১৪১ ও ১৪৭ নম্বর অনুচ্ছেদের বিধান, The Bangladesh Public Service Commission Regulations, 1979 (সংশোধনীসহ) এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন আইন, ২০২৩ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন আইন, ২০২৩ এ চেয়ারম্যান এবং সর্বনিম্ন ৬ জন ও অনধিক ২০ জন সদস্য সমন্বয়ে কমিশন গঠন করার বিধান রয়েছে।

### ১.২ কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪০-১৪১ অনুচ্ছেদে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের দায়িত্ব বর্ণিত আছে:

"১৪০। (১) কোন সরকারী কর্ম কমিশনের দায়িত্ব হইবে

(ক) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা;

(খ) এই অনুচ্ছেদের (২) দফা-অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কোন বিষয় সম্পর্কে কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হইলে কিংবা কমিশনের দায়িত্ব সংক্রান্ত কোন বিষয় কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হইলে সেই সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতিকে উপদেশদান; এবং

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্বপালন।

(২) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইন এবং কোন কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত কোন প্রবিধানের (যাহা অনুরূপ আইনের সহিত অসমঞ্জস নহে) বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে কোন কমিশনের সহিত পরামর্শ করিবেন:

(ক) প্রজাতন্ত্রের কর্মের জন্য যোগ্যতা ও তাহাতে নিয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কিত বিষয়াদি;

(খ) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদান, উক্ত কর্মের এক শাখা হইতে অন্য শাখায় পদোন্নতিদান ও বদলিকরণ এবং অনুরূপ নিয়োগদান, পদোন্নতিদান বা বদলিকরণের জন্য প্রার্থীর উপযোগিতা-নির্ণয় সম্পর্কে অনুসরণীয় নীতিসমূহ;

(গ) অবসর-ভাতার অধিকারসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মের শর্তাবলীকে প্রভাবিত করে, এইরূপ বিষয়াদি; এবং

(ঘ) প্রজাতন্ত্রের কর্মের শৃঙ্খলাবিষয়ক বিষয়াদি।"

"১৪১। (১) প্রত্যেক কমিশন প্রতি বৎসর মার্চ মাসের প্রথম দিবসে বা তাহার পূর্বে পূর্ববর্তী একত্রিশে ডিসেম্বরে সমাপ্ত এক বৎসরে স্বীয় কার্যাবলী সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রস্তুত করিবেন এবং তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিবেন।

(২) রিপোর্টের সহিত একটি স্মারকলিপি থাকিবে, যাহাতে

(ক) কোন ক্ষেত্রে কমিশনের কোন পরামর্শ গৃহীত না হইয়া থাকিলে সেই ক্ষেত্র এবং পরামর্শ গৃহীত না হইবার কারণ; এবং

(খ) যে সকল ক্ষেত্রে কমিশনের সহিত পরামর্শ করা উচিত ছিল অথচ পরামর্শ করা হয় নাই, সেই সকল ক্ষেত্র এবং পরামর্শ না করিবার কারণ সম্বন্ধে কমিশন যতদূর অবগত, ততদূর লিপিবদ্ধ করিবেন।"

## ১.৩ চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৮ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। কমিশনের কমপক্ষে অর্ধেক সংখ্যক সদস্য হবেন ২০ বছর বা ততোধিককাল বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে সরকারের কর্মে অধিষ্ঠিত ছিলেন এমন ব্যক্তিবর্গ। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৯ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ হতে ৫ বছর বা তাঁর পঁয়ষট্টি বছর বয়স পূর্ণ হওয়া-এর মধ্যে যেটি আগে ঘটবে সে পর্যন্ত কমিশনের দায়িত্ব পালন করবেন। সুপ্রিম কোর্টের কোনো বিচারক যে পদ্ধতি বা কারণে অপসারিত হতে পারেন সেরূপ পদ্ধতি বা কারণ ব্যতীত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান বা সদস্যদের অপসারণ করা যায় না।

২০২৫ সালে কর্ম কমিশনে দায়িত্ব পালনকারী চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের নাম এবং কার্যকাল

| ক্রমিক নম্বর | নাম | পদের নাম | কার্যকাল | |
|---|---|---|---|---|
| | | | হতে | পর্যন্ত |
| ১. | অধ্যাপক ড. মোবাশ্বের মোনেম | চেয়ারম্যান | ১৫.১০.২০২৪ | বর্তমান |
| ২. | ডা: মোঃ আমিনুল ইসলাম | সদস্য | ১৫.১০.২০২৪ | ৩১.১২.২০২৫ |
| ৩. | জনাব মোঃ সুজায়েত উল্যা | সদস্য | ১৫.১০.২০২৪ | বর্তমান |
| ৪. | ড. নূরুল কাদির | সদস্য | ১৫.১০.২০২৪ | ৩১.১২.২০২৫ |
| ৫. | ড. মোঃ নাজমুল আমীন মজুমদার | সদস্য | ১৫.১০.২০২৪ | বর্তমান |
| ৬. | জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম ভূইয়া | সদস্য | ০৬.১১.২০২৪ | বর্তমান |
| ৭. | অধ্যাপক এএসএম গোলাম হাফিজ | সদস্য | ০৬.১১.২০২৪ | বর্তমান |
| ৮. | অধ্যাপক ড. এম সোহেল রহমান | সদস্য | ০৬.১১.২০২৪ | বর্তমান |
| ৯. | অধ্যাপক ড. চৌধুরী সায়মা ফেরদৌস | সদস্য | ০৬.১১.২০২৪ | বর্তমান |
| ১০. | অধ্যাপক ড. ফেরদৌস আরফিনা ওসমান | সদস্য | ০২.০৩.২০২৫ | বর্তমান |
| ১১. | অধ্যাপক ডা. এ.টি.এম. ফরিদ উদ্দীন | সদস্য | ০২.০৩.২০২৫ | বর্তমান |
| ১২. | অধ্যাপক ড. মোঃ শরীফ হোসেন | সদস্য | ০২.০৩.২০২৫ | বর্তমান |
| ১৩. | মেজর জেনারেল (অব:) মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম *পিএইচডি, এনডিসি, পিএসসি, জি+, এমডিএস, এমএসসি, এমবিএ, এমফিল* | সদস্য | ০২.০৩.২০২৫ | বর্তমান |
| ১৪. | জনাব মোঃ মুনির হোসেন | সদস্য | ০২.০৩.২০২৫ | বর্তমান |
| ১৫. | অধ্যাপক ড. শাহ্নাজ সরকার | সদস্য | ০২.০৩.২০২৫ | বর্তমান |
| ১৬. | জনাব শাব্বির আহ্মদ চৌধুরী | সদস্য | ০২.০৩.২০২৫ | বর্তমান |
| ১৭. | ড. মো: মহিউদ্দিন | সদস্য | ২৪.০৮.২০২৫ | বর্তমান |
| ১৮. | অধ্যাপক ড. এম আমজাদ হোসেন | সদস্য | ২৪.০৮.২০২৫ | বর্তমান |
| ১৯. | অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শাহীন চৌধুরী | সদস্য | ২৪.০৮.২০২৫ | বর্তমান |
| ২০. | জনাব একেএম আফতাব হোসেন প্রামাণিক | সদস্য | ২২.১০.২০২৫ | বর্তমান |

[বি. দ্র.- ১৯৭২–২০২৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে দায়িত্ব পালনকারী চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ এবং ১৯৯৬-২০২৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের সচিবের তথ্য পরিশিষ্ট-১.১, ১.২ ও ১.৩ দ্রষ্টব্য।]

## ১.৪ কমিশনের সাংবিধানিক অবস্থান

প্রজাতন্ত্রের কর্মে প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড এবং তদূর্ধ্ব] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম ও ১২তম গ্রেড] পদে উপযুক্ত কর্মকর্তা নিয়োগের সুপারিশসহ চাকরির শর্তাবলিকে প্রভাবিত করে এমন সব বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদানের জন্য সাংবিধানিক অনুশাসনের আওতায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন গঠন করা হয়েছে।

❖ সংবিধানের ১৪০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কমিশন প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা, পদোন্নতি, নিয়মিতকরণ, জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ, নিয়োগবিধি প্রণয়ন, শৃঙ্খলামূলক বিষয়াদি ও অবসর ভাতার অধিকারসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মের শর্তাবলিকে প্রভাবিত করে এমন সব বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদান করে থাকে। এ ছাড়া আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন দায়িত্ব প্রদান করা হলে কমিশন তা পালন করতে পারে।

❖ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৮৮ (খ) (গ) মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ এবং কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদিগকে দেয় পারিশ্রমিকসহ প্রশাসনিক ব্যয় সরকারের সংযুক্ত তহবিলের দায়যুক্ত (Charges on Consolidated Fund) ব্যয় থেকে নির্বাহ করা হয়।

❖ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৭ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত কার্যভারকালে তাঁদের পারিশ্রমিক, বিশেষ অধিকার ও কর্মের অন্যান্য শর্তের এমন কোন তারতম্য করা যাবে না যা তাঁদের পক্ষে অসুবিধাজনক হতে পারে।

❖ বাংলাদেশ সংবিধানের ১৪৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ শপথ গ্রহণের মাধ্যমে দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন।

❖ The Members of The Bangladesh Public Service Commission (Terms and Conditions of Service) Act, 1978 এর Section 3 এর সংশোধন ও Section 3A এর প্রতিস্থাপন করে ২০১২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের বেতন, ভাতা এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়েছে। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের বেতন, ভাতা এবং মর্যাদা এখনও সংগতিপূর্ণ নয়, যা সমরূপ হওয়া সমীচীন।

❖ সংবিধানের ১৪১ অনুচ্ছেদ মোতাবেক প্রতিবছর কমিশন কর্তৃক পূর্ববর্তী বছরে সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ বার্ষিক প্রতিবেদন আকারে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হয়।

## ১.৫. কমিশনের সভা

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ওপর অর্পিত সাংবিধানিক দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে কমিশন সাধারণ সভা এবং প্রয়োজনে বিশেষ সভায় মিলিত হয়ে থাকেন। সাধারণ সভায় কমিশনের কমিটি গঠন ও পুনর্গঠন, কমিশনের কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ, নীতি প্রণয়ন, কমিশনের বাজেট প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বিশেষ সভা মূলত নিয়োগ পরীক্ষা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অনুষ্ঠিত হয়। বি.সি.এস. অথবা অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ, প্রিলিমিনারি টেস্টের ফলাফল নির্ধারণ, লিখিত পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল অনুমোদন, বিদ্যমান বিধি-বিধান ইত্যাদি বিষয় কমিশনের বিশেষ সভায় আলোচনা করা হয়।

উল্লেখ্য, ২০২৫ সালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ৪১টি বিশেষ সভা এবং ৫টি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

## ১.৬. কমিশন সচিবালয়: কমিশনের প্রশাসনিক কাঠামো

কমিশনের প্রশাসনিক কাজ সম্পাদনের জন্য ১৯৮৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভাগের মর্যাদায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় গঠন করা হয়। 'বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন আইন-২০২৩' এ কমিশন সচিবালয় গঠন, কর্মচারী নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে বিধানাবলি বর্ণিত হয়েছে। উক্ত আইনে বর্ণিত আছে:

"ধারা: ৬: কমিশন সচিবালয়

(১) কমিশনের একটি সচিবালয় থাকিবে যাহা বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় নামে অভিহিত হইবে।

(২) কমিশন সচিবালয়ের একজন সচিব থাকিবেন, যিনি সরকারের সচিবগণের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইবেন।

(৩) কমিশন সচিবালয়ের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ সভাপতির উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং সচিব কমিশন সচিবালয়ের প্রশাসনিক প্রধান হইবেন।

(৪) কমিশন সচিবালয় কমিশনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবে এবং কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য কার্যসম্পাদন করিবে।

### ধারা: ৭: কর্মচারী নিয়োগ

কমিশন, উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

### ধারা: ৮: কমিশনের দায়িত্ব পালনে সহায়তা

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কমিশন উহার দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত কোনো ব্যক্তি, কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠানকে সহায়তার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবে এবং তদনুসারে উক্ত ব্যক্তি, কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান সহায়তা প্রদান করিবে।"

বর্তমানে সরকারের একজন সচিব বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের সচিবের দায়িত্ব পালন করছেন। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের মঞ্জুরিকৃত জনবলের সংখ্যা ৬৫৮জন। মঞ্জুরিকৃত জনবলের মধ্যে ৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের (প্রথম শ্রেণি) পদ ১৬২টি, ১০ম গ্রেডের (দ্বিতীয় শ্রেণি) ১২৬টি, ১১-১৮তম গ্রেডের (তৃতীয় শ্রেণি) ২২৮টি এবং ২০তম গ্রেডের (চতুর্থ শ্রেণি) ১৩৬টি।

তাছাড়া বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পে ০১ জন প্রকল্প পরিচালক, ০২ জন উপপ্রকল্প পরিচালক এবং ০১ জন সহকারী প্রকল্প পরিচালকসহ সর্বমোট ১৬ জন কমর্কর্তা ও কমর্চারী কমর্রত আছেন।

কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে সহায়তা করার জন্য কমিশন সচিবালয়ে বর্তমানে ২০টি ইউনিট ছাড়াও প্রশাসন শাখা, হিসাব শাখা, বি.সি.এস. পরীক্ষা শাখা, নন-ক্যাডার পরীক্ষা শাখা, লাইব্রেরি ও ডকুমেন্টেশন শাখা, জনসংযোগ শাখা, গবেষণা ও পরিসংখ্যান শাখা, আইন শাখা, বাজেট শাখা ও তথ্য-প্রযুক্তি (আইটি) শাখা রয়েছে। কমিশনের কাজের গুরুত্ব ও নিরাপত্তা বিবেচনায় রেখে দ্রুত সময়ে ফলাফল প্রণয়ন ও প্রকাশ নিশ্চিত করতে একটি ক্যাডার এবং একটি নন-ক্যাডার ডিজিটাল রেজাল্ট প্রসেসিং কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্ন মুদ্রণের জন্য একটি প্রশ্নপত্র মুদ্রণকক্ষ স্থাপন করা হয়েছে।

### ১.৭. কমিশনের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় নির্মাণ, নিয়োগ পরীক্ষা ব্যবস্থাপনার অটোমেশন এবং জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প চলমান রয়েছে।

**৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় নির্মাণ কাজের ভৌত অগ্রগতি**

| ক্রমিক | অফিস | কাজের অগ্রগতি | নির্মাণ কাজ সমাপ্তের সম্ভাব্য সময় | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) |
| ১. | রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস | ৯৯% | ডিসেম্বর ২০২৫ | নির্মাণাধীন ভবনে স্থানান্তরিত হয়েছে |
| ২. | খুলনা আঞ্চলিক অফিস | ৯৫% | ডিসেম্বর ২০২৫ | নির্মাণাধীন ভবনে স্থানান্তরিত হয়েছে। |
| ৩. | রংপুর আঞ্চলিক অফিস | ৯৮% | ডিসেম্বর ২০২৫ | |
| ৪. | ময়মনসিংহ আঞ্চলিক অফিস | ৬৯% | জুন ২০২৬ | |
| ৫. | সিলেট আঞ্চলিক অফিস | ৮৫% | জুন ২০২৬ | |
| ৬. | বরিশাল আঞ্চলিক অফিস | ৬০% | জুন ২০২৬ | |
| ৭. | চট্টগ্রাম আঞ্চলিক অফিস | ৭৫% | জুন ২০২৬ | |

### সমন্বিত পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা ও সফটওয়ার ডেভেলপমেন্ট:

বি.সি.এস. পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অটোমেশন এর জন্য একক উৎসভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতিতে বিআরটিসি, বুয়েটের সাথে গত ২৮ আগস্ট ২০২৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বুয়েটের প্রতিনিধি দলের সাথে বিপিএসসির আইটি শাখার নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং বুয়েট কর্তৃক ইনসেপশন রিপোর্ট এবং Software Requirement Specification (SRS) দাখিল করা হয়েছে।

### নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র মুদ্রণের জন্য:

- ইতোমধ্যে ১০টি ডিজিটাল প্রফেশনাল প্রিন্টার ও ১ টি প্যাকেজিং মেশিন ইনস্টল করা হয়েছে;
- ৬টি হাইব্রিড স্ক্যানার সংগ্রহ করে তথ্য প্রযুক্তি শাখায় হস্তান্তর করা হয়েছে;
- গত ১০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কমিশনের ৪৯তম বি.সি.এস. পরীক্ষার ৩,১২,৭৫২ জন প্রার্থীর জন্য প্রায় ১৫ লক্ষ লিগ্যাল সাইজের কাগজে ইম্প্রেশন/প্রিন্ট এবং ৪৭তম বি.সি.এস. পরীক্ষা এর লিখিত পরীক্ষার সকল প্রশ্নপত্র (প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার) সফলভাবে মুদ্রণ করা হয়েছে। এছাড়াও কমিশনের অন্যান্য পরীক্ষার প্রশ্নপত্র মুদ্রণ অব্যাহত আছে;
- প্রিন্টিং প্রেসের ফার্নিচার সরবরাহ করা হয়েছে;
- অনলাইন ইউপিএস ইনস্টল করা হয়েছে ও সিসি ক্যামেরা সংগ্রহের লক্ষ্যে ভেন্ডর প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে;
- প্রিন্টিং প্রেসের জন্য অতিরিক্ত কম্পিউটার ও কম্পিউটার এক্সেসরিজ এবং Digital Black and White Duplicator এবং Fork Lift and Production Room Cleaning Kit এর জন্য উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে ভেন্ডর প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে।

### ১.৮. কমিশন সচিবালয়ের যানবাহন

| TO&E ভুক্ত গাড়ির সংখ্যা | | |
|---|---|---|
| ক্রমিক | গাড়ির ধরন | সংখ্যা |
| ১. | জিপ | ২ টি |
| ২. | কার | ২০টি |
| ৩. | মাইক্রোবাস | ১৭টি |
| ৪. | পিকআপ | ৩টি |
| ৫. | মিনিবাস | ১টি |
| ৬. | মোটরসাইকেল | ৪টি |

| চলমান গাড়ির সংখ্যা | | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ক্রমিক | গাড়ির ধরন | সংখ্যা | |
| ১. | জিপ | ২ টি | - |
| ২. | কার | ১৭টি | - |
| ৩. | মাইক্রোবাস | ১১টি | আঞ্চলিক কার্যালয়ের ৭টি মাইক্রোবাসের মধ্যে ১টি ক্রয় করা হয়েছে। |
| ৪. | পিকআপ | ৩টি | - |
| ৫. | মিনিবাস | ৩টি | ২টি আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় ভাড়ায় চালিত। |
| ৬. | মোটরসাইকেল | ৩টি | ১টি মোটর সাইকেল ক্রয় করা হয় নাই। |

** উল্লেখ্য ৪টি সিডান কার অকেজো ও নতুন ৩টি সিডান কার ক্রয়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কমিশন সচিবালয়ের যানবাহনসমূহ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের যাতায়াত, পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন পরীক্ষার হলসমূহে গমনাগমনসহ বিবিধ কাজে ব্যবহৃত হয়। বর্তমান বছরে কমিশন কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষার সংখ্যা এবং কাজের পরিধি আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। কমিশনের কাজে গতি আনয়নে এসব যানবাহনের ব্যবহার সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

### ১.৯. অফিস সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের জন্য ২০২৫ সালে রাজস্ব বাজেটের আওতায় কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জামাদির মধ্যে ২২ টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ১০ টি ল্যাপটপ, ১২ টি মোবাইল ফোন, ৩৫ টি লেজার প্রিন্টার, ০১ টি কালার লেজার প্রিন্টার, ১৫টি স্ক্যানার, ১০ টি ফটোকপিয়ার, ১০ টি টেলিভিশন, ০৫টি রেফ্রিজারেটর, ০২ টি মাইক্রোওয়েভ ওভেন, ১২টি এসি, ১৬ টি স্টেনো টেলিফোন সেট ক্রয় করা হয়েছে।

এছাড়াও, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের জন্য রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২০২৫ সালে বিভিন্ন আসবাবপত্রের মধ্যে [২+২+১] সিটের ০৫ সেট সোফা, ১০টি ফুল সেক্রেটারিয়েট টেবিল, ১৫টি হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল, ০১টি রিভলভিং চেয়ার (পরিচালক পর্যায়), ১২ টি রিভলভিং চেয়ার, ০৮টি কম্পিউটার টেবিল, ১১টি কম্পিউটার চেয়ার, ১৮টি ভিজিটর চেয়ার (পরিচালক পর্যায়), ১০টি ভিজিটর চেয়ার, ৯টি বুক সেল্ফ, ১২টি স্টিলের আলমারি, ৮টি স্টিলের ফাইল কেবিনেট, ১৩টি কোর্ট স্ট্যান্ড, ০৩টি ইজি চেয়ার, ০৪টি হাতলযুক্ত কাঠের চেয়ার, ১টি হাতলযুক্ত কাঠের রিভলভিং চেয়ার, ১৫টি হাতলযুক্ত কাঠের চেয়ার, ১৫টি পাদানী, ২টি কাঠের র‍্যাক/হটনট/সাইড টেবিল, ১১টি ডিভান ও ৪টি স্টিলের র‍্যাক, ৬টি সেন্টার টেবিল, ০৩ টি আয়রন সেফ ভল্ট লকার, ২৮০টি Hand Held Metal Detector, ৫৭৬৫০টি ১০ ক্যাটাগরির আইডি কার্ড ও ক্লিপসহ ফিতা, ২০০টি ব্যানার, ৮০০টি ফোল্ডার, ৮০০টি প্যাড, ৩০০টি রেক্সিনের নোট বুক, ৩০০টি মাঝারী সাইজের স্পাইরাল প্যাড ও ৩০০টি ছোট সাইজের স্পাইরাল প্যাড এবং ৪৫০টি স্টিলের ছোট সাইজের বক্স (ওএমআর বক্স), ২টি পার্টিশন ও ১০০০টি স্টিলের ট্রাংক ক্রয় করা হয়েছে। বর্তমানে ০১ সেট সোফা ও ২৫,৩৫০ (পঁচিশ হাজার তিনশত পঞ্চাশ)টি আইডি কার্ড ও ফিতা ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বর্তমানে কমিশন কর্তৃক গৃহীত প্রতিটি বি.সি.এস. পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে গড়ে প্রায় পাঁচ লক্ষ এবং নন-ক্যাডারের কোন কোন বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে লক্ষাধিক প্রার্থীকে আবেদন করতে দেখা যায়। প্রতিনিয়ত এ সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে, কাজের পরিধি বৃদ্ধির সাথে সাথে সহায়ক অফিস সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে আরো কিছু সংখ্যক কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জামাদি এবং আসবাবপত্র ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

### ১.১০. কমিশনের আঞ্চলিক কার্যালয়

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্বের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম সেবা প্রত্যাশীদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগীয় শহরে কমিশন সচিবালয়ের ০৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় রয়েছে। বর্তমানে রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রতিটির জন্য প্রথম শ্রেণির ০২ জন, দ্বিতীয় শ্রেণির ০২ জন, তৃতীয় শ্রেণির ০৩ জন এবং চতুর্থ শ্রেণির ০৫ জনসহ মোট ১০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ রয়েছে। বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রতিটির জন্য বর্তমানে প্রথম শ্রেণির ০২ জন, দ্বিতীয় শ্রেণির ০২ জন, তৃতীয় শ্রেণির ০২ জন এবং চতুর্থ শ্রেণির ০৩ জনসহ মোট ০৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ কমিশনের ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

### ১.১১. বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্র

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ভবনের তৃতীয় তলার ১৬৪৬ বর্গফুট এলাকা নিয়ে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সুসজ্জিত গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রটি অবস্থিত। কমিশন ও কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দাপ্তরিক কাজে সহায়তা দান, কাজের মান বজায় রাখা ও কাজের মানোন্নয়নের জন্য গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠিত। কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ এবং কমিশন সচিবালয়ের সচিবসহ অন্যান্য সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়মিত এই গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রটি ব্যবহার করে থাকেন। এছাড়া কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষকবৃন্দ গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে থাকেন। দাপ্তরিক গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র হিসেবে এটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। সরকারি বিধি-বিধানসহ অন্যান্য বিষয়ে বর্তমানে এর সংগ্রহ সংখ্যা ১৫,৪৭১ টি। এখানে রেফারেন্স বইয়ের সংগ্রহও বেশ সমৃদ্ধ। যার ফলে আগ্রহী পাঠক তার প্রয়োজন মাফিক তথ্য সহজেই পেতে পারেন।

গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রের বই মূলত কমিশন সচিবালয়ের নিজস্ব বাজেট থেকে ক্রয় করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং বিদেশি প্রতিষ্ঠান থেকেও বই সংগ্রহ করা হয়। ইতোপূর্বে Asian Development Bank (ADB) এর অর্থায়নে ৫৯৯টি বই ক্রয় করা হয়েছে। ২০২৫ সালে বিভিন্ন উৎস ও কমিশনের নিজস্ব বাজেট থেকে ৮৬৬ টি বই গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রে সংগ্রহ করা হয়েছে। বাংলা ও ইংরেজি ১৭টি দৈনিক পত্রিকা গ্রন্থাগারে নিয়মিত রাখা হয়। বিদেশি ইংরেজি ম্যাগাজিন যেমন: The Time, The Economist, The Reader's Digest সহ দেশি-বিদেশি বাংলা ম্যাগাজিন সংগ্রহ করে কমিশন ও কমিশন সচিবালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সরবরাহ করা হয়। বই পুস্তক ও তথ্য সামগ্রী আধুনিক ক্যাটালগিং পদ্ধতি Anglo American Cataloguing Rules-2 (AACR-2) এবং DDC Scheme অনুসারে ক্যাটালগ করে বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিতে গ্রন্থাগারে সাজানো আছে। বর্তমানে বহিরাগত বিশেষজ্ঞদের ব্যবহারের জন্য ইন্টারনেট সংযোগসহ দুটি কম্পিউটার দেওয়া আছে। গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রটির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ই-লাইব্রেরি প্রস্তুত করার বিষয়টি কমিশনের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় প্রতিষ্ঠার সময় হতেই গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। দীর্ঘ ৫৪ বছর যাবৎ বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম ও নতুন নতুন বই সংগ্রহ এবং আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে এটি একটি উচ্চমানের গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

### ১.১২. নিয়োগ পরীক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত বিসিএস পরীক্ষা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রথম শ্রেণির (৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব) এবং দ্বিতীয় শ্রেণির (১০ম, ১১তম ও ১২তম গ্রেড) পদের নিয়োগ পরীক্ষা এবং অর্ধবার্ষিকী বিভাগীয় এবং সিনিয়র স্কেল পরীক্ষার আবেদনপত্র অনলাইনে গ্রহণ, আসন ব্যবস্থা-পরীক্ষাসূচি প্রকাশ, সুষ্ঠু পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত ও স্বল্প সময়ে সম্পন্নকরণে সর্বাধুনিক ডিজিটাল তথ্য প্রযুক্তির সফল প্রয়োগ কমিশন কর্তৃক নিশ্চিত করা হয়েছে। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় শতভাগ স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করে ক্যাডার এবং নন-ক্যাডার পদের ফলাফল প্রস্তুতের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ভিন্ন ভিন্ন ফলাফল প্রণয়ন ও প্রশ্নপত্র প্রণয়ন কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। কমিশনে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো সিসি ক্যামেরার আওতায় সার্বক্ষনিক পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। কমিশনের বিভিন্ন ইউনিটে নেটওয়ার্ক ও ইন্টারনেট সেবা, ই-ফাইলিং, Zoom Platform ব্যবহার করে ভিডিও কনফারেন্স ও ওয়েবসাইটে প্রয়োজনীয় তথ্য হালনাগাদকরণ এবং ইউনিটসমূহে কম্পিউটারের প্রাথমিক সমস্যা সমাধানসহ কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। কমিশনের তথ্য-প্রযুক্তি শাখা এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাখার যৌথ ব্যবস্থাপনায় সরকারী কর্ম কমিশনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত নিয়োগ পরীক্ষা পদ্ধতিতে তথ্য প্রযুক্তির সফল ব্যবহারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো:

ক) ক্যাডার/নন-ক্যাডার পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

১. বিসিএসসহ সকল নিয়োগ পরীক্ষার আবেদনপত্র অনলাইনে গ্রহণ, এসএমএস-এর মাধ্যমে পরীক্ষা ফি গ্রহণ, প্রার্থী কর্তৃক অনলাইনে এ্যাপ্লিকেন্টস কপি ও প্রবেশপত্র সংগ্রহ;

২. প্রিলিমিনারি টেস্ট এবং লিখিত পরীক্ষার লিথোকোডেড OMR উত্তরপত্র Optical Mark Recognition (OMR) মেশিনের মাধ্যমে প্রি-স্ক্যানিং করে ফরমের যথার্থতা নিশ্চিত করা।

৩. প্রার্থীদের তথ্য সংবলিত ডাটাবেজ প্রসেস করে প্রিলিমিনারি টেস্ট/বাছাই পরীক্ষার জন্য কেন্দ্রভিত্তিক রঙিন স্বাক্ষর ও ছবিযুক্ত হাজিরা তালিকা প্রস্তুত, এসএমএস এর মাধ্যমে প্রার্থীদের আসন বিন্যাস জানানো;

৪. প্রিলিমিনারি টেস্ট/বাছাই ও লিখিত পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট পূর্বে কমিশন সভায় লটারির মাধ্যমে নির্ধারিত প্রশ্নপত্রের কোডনাম এসএমএস-এর মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্র প্রধান, জেলা প্রশাসক, ম্যাজিস্ট্রেট এবং কর্মকর্তাদের জানানো।

৫. প্রিলিমিনারি টেস্ট/বাছাই পরীক্ষার উত্তরপত্র Optical Mark Recognition (OMR) এর মাধ্যমে স্ক্যানিং ডাটাবেইজ প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে বিভিন্নভাবে Data Validation. প্রার্থীর উপস্থিত/অনুপস্থিত নিশ্চিতকরণ এবং চূড়ান্ত যাচাই বাছাই করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্কোর ফ্রিকোয়েন্সি তৈরি এবং কমিশনের সিদ্ধান্ত ও সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান অনুসরণ করে প্রিলিমিনারি টেস্ট/বাছাই পরীক্ষার ফলাফল তৈরি, প্রকাশ ও এসএমএস এর মাধ্যমে প্রার্থীদের জানানো;

৬. লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন এবং সরবরাহের জন্য বিষয়ভিত্তিক ও কেন্দ্র অনুযায়ী পরিসংখ্যান প্রস্তুত;

৭. লিখিত পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের আসন দৈব চয়নের ভিত্তিতে সফটওয়ারের মাধ্যমে প্রস্তুত করা।

৮. লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি ও কেন্দ্রভিত্তিক আসনবিন্যাস প্রস্তুত এবং এসএমএস পদ্ধতিতে প্রার্থীদের জানানো;

৯. বিষয় ভিত্তিক কোড জেনারেট করে পরীক্ষক/নিরীক্ষক এর তালিকা প্রস্তুত;

১০. লিখিত পরীক্ষার প্রার্থীদের কেন্দ্র ও বিষয় ভিত্তিক রঙিন স্বাক্ষর ও ছবিযুক্ত হাজিরা তালিকা প্রস্তুত;

১১. লিখিত পরীক্ষার লিথোকোডেড উত্তরপত্র OMR মেশিন-এর মাধ্যমে স্ক্যানিং; ডাটাবেইজ প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে বিভিন্নভাবে Data Validation. প্রার্থীর উপস্থিত/অনুপস্থিত নিশ্চিতকরণ এবং চূড়ান্ত যাচাই বাছাই করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে লিখিত পরীক্ষা বিধিমালার বিধান অনুযায়ী তিন ক্যাটাগরিতে ফলাফল প্রস্তুত, প্রকাশ এবং এসএমএস পদ্ধতিতে প্রার্থীদের জানানো;

১২. লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার তারিখভিত্তিক সময়সূচি প্রস্তুত, এসএমএস পদ্ধতিতে প্রার্থীদের জানানো লিখিত পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের আসা দৈব চয়নের ভিত্তিতে প্রস্তুত;

১৩. মৌখিক পরীক্ষায় Coding-Decoding পদ্ধতির ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে চূড়ান্ত ফলাফল প্রস্তুত করা হয়।

১৪. লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বর ডিজিটাল প্রযুক্তিতে কম্পিউটারে সন্নিবেশ করে ডাটাবেইজড প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে কমিশনের বিধিবিধান অনুযায়ী টেবুলেশন তৈরি;

ক. ডাটাবেইজড টেবুলেশন হতে বিসিএস-এর জেনারেল ক্যাডারের মেধাতালিকা, টেকনিক্যাল ক্যাডারের মেধাতালিকা, সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের (সাধারণ কলেজের জন্য) মেধাতালিকা ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার (টিচার্স ট্রেনিং কলেজের জন্য) মেধাতালিকা প্রস্তুত;

খ. সকল ক্যাডারের মেধাতালিকা থেকে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পৃথক পৃথকভাবে মহিলা প্রার্থীদের মেধাতালিকা, মুক্তিযোদ্ধা/ বীরাঙ্গনার সন্তানদের মেধাতালিকা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী প্রার্থীদের মেধাতালিকা এবং প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের মেধাতালিকা প্রস্তুত;

গ. নন-ক্যাডার পদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে পদভিত্তিক কমিশনের নীতিমালা অনুযায়ী মেধাতালিকা তৈরি;

১৫. ফলাফল প্রস্তুত কমিটির উপস্থিতিতে মেধাক্রম ও প্রার্থীর পছন্দক্রম অনুযায়ী সফট্ওয়্যার-এর মাধ্যমে প্রার্থীদের ক্যাডারভিত্তিক মেধাক্রম সংবলিত তালিকা কোডিং অবস্থায় প্রস্তুত করা হয়। উক্ত তালিকা হতে কমিশনের সদস্যবৃন্দ সফটওয়্যারে প্রস্তুতকৃত ফলাফল যাচাই করে নিশ্চিত করেন। এ ফলাফল কমিশনের অনুমোদনের পর কমিটির সকল সদস্যের পাসওয়ার্ড দিয়ে মনোনীত প্রার্থীদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর De-coding করে চূড়ান্ত সুপারিশ কমিশনের ওয়েবসাইট ও এসএমএস এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

১৬. সুপারিশকৃত প্রার্থীদের ক্যাডারভিত্তিক /পদভিত্তিক মেধানুযায়ী সুপারিশ তালিকা প্রস্তুত করা;

১৭. নন-ক্যাডার পদের ক্ষেত্রে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বর এবং জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ বিষয়ে অনুমোদিত বিধিবিধানের ভিত্তিতে মেধা তালিকা প্রস্তুত করা এবং পদবণ্টন ফরমেট প্রস্তুত করা;

১৮. নন-ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রস্তুতের জন্য মেধা তালিকা প্রস্তুত, বিদ্যমান বিধি-বিধান এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে পদভিত্তিক ফলাফল প্রস্তুত এবং কমিশনের অনুমোদনের পর প্রকাশ করা;

১৯. সুপারিশকৃত প্রার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় তালিকা প্রস্তুত করা:

২০. বিসিএস পরীক্ষার সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদ স্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশপ্রাপ্ত নন এমন প্রার্থীদের নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণি (৯ম গ্রেড) ও দ্বিতীয় শ্রেণির (১০ম, ১১তম ও ১২তম গ্রেড) পদে সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিধিমালার বিধান অনুযায়ী প্রার্থীদের মেধাতালিকা তৈরি। পদবণ্টন শেষে মনোনীত প্রার্থীদের পদভিত্তিক তালিকা তৈরি ও অনুমোদন শেষে প্রকাশকরণ;

২১. কমিশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এবং নিজস্ব সফটওয়্যার ব্যবহার করে নন-ক্যাডার পরীক্ষার প্রিলিমিনারি এবং লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মুদ্রণ;

২২. জাতীয় সংসদ ও সরকারের যেকোন মন্ত্রণালয়ের চাহিদাকৃত প্রয়োজনীয় তথ্য এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য চাহিদা মোতাবেক তথ্য-উপাত্ত ও পরিসংখ্যান সরবরাহকরণ।

**খ) অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা ও ক্যাডার বহির্ভূত সিনিয়র স্কেল এবং সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার**

১. অনলাইনে পরীক্ষার আবেদনপত্র গ্রহণ;

২. অনলাইনে প্রাপ্ত অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা, ক্যাডার বহির্ভূত সিনিয়র স্কেল এবং সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষার আবেদনকারীদের তথ্য ডাটাবেইজের মাধ্যমে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা;

৩. যোগ্য ও অযোগ্য প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা তৈরি এবং ওয়েবসাইট হতে যোগ্য প্রার্থীদের অনলাইনে এ্যাপ্লিকেন্টস কপি ও প্রবেশপত্র প্রদান করা;

৪. লিখিত পরীক্ষার জন্য কেন্দ্রভিত্তিক রঙিন স্বাক্ষর ও ছবিযুক্ত হাজিরা তালিকা প্রস্তুত করা;

৫. পরীক্ষার উত্তরপত্রে ব্যবহৃত লিথোকোডেড OMR উত্তরপত্র Optical Mark Recognition (OMR) মেশিনে স্ক্যানিং এবং ডাটাবেইজ প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে বিভিন্নভাবে Data Validation, প্রার্থীর উপস্থিত/অনুপস্থিত নিশ্চিতকরণ এবং চূড়ান্ত যাচাই বাছাই করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা ও সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষার বিধিমালা অনুযায়ী লিখিত পরীক্ষার ফলাফল বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রস্তুত করা;

৬. অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা এবং সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি লিখিত পরীক্ষা বিধিমালা অনুযায়ী প্রকাশিত ফলাফলের খসড়া গেজেট প্রস্তুত করা।

গ) হার্ডওয়্যার, ইন্টারনেট, LAN, সিসি ক্যামেরা এবং ওয়েবসাইট সংক্রান্ত কার্যক্রম

১. Zoom Platform ব্যবহার করে কমিশন ও কমিশন সচিবালয়ের সমন্বয় সভা, প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সভা এবং বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সভার কার্যক্রম সম্পন্ন করা;

২. কমিশন সচিবালয়ের দৈনন্দিন কার্যক্রম ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কারিগরি অবকাঠামো সচল রাখা;

৩. রেজাল্ট প্রসেসিং কক্ষ ব্যতীত কমিশনে ব্যবহৃত সকল কম্পিউটারে LAN, ইন্টারনেট এবং ওয়েবসাইটের কার্যক্রম সম্পন্ন করা;

৪. ওয়েবসাইটে প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা;

৫. বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ভবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর এলাকা ও কক্ষে স্থাপিত মোট ৭৮টি সিসি ক্যামেরার সাহায্যে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ও কক্ষসমূহের কার্যক্রম ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;

৬. কমিশনের কার্যক্রমে কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের নেটওয়ার্ক সেবা কার্যক্রম সচল রাখতে মোট ১২টি নেটওয়ার্ক সুইচ ও একটি Microtik রাউটার ব্যবহৃত হচ্ছে;

৭. বিভিন্ন ইউনিটে ব্যবহৃত কম্পিউটারে অপারেটিং সিস্টেম সফট্ওয়্যারসহ অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশন সফট্ওয়্যার সেটআপ এবং যথাযথ পদ্ধতিতে রক্ষণাবেক্ষণ করা।



৯—

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন

### ২.১. নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ ও উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের বিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের কর্মে ক্যাডার ও ক্যাডার বহির্ভূত প্রথম শ্রেণির [৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেড] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম ও ১২তম গ্রেড] পদে নিয়োগদানের উদ্দেশ্যে পরীক্ষা গ্রহণ ও উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই করা বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব। একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই দায়িত্ব পালন করা হয়। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ প্রার্থী বি.সি.এস. পরীক্ষার জন্য আবেদন করেন। ৪৭ তম বি.সি.এস.পরীক্ষায় ৩,৪৮৭টি শূন্য পদের বিপরীতে ৩,৭৪,৭৪৯ জন প্রার্থী, ৪৯ তম বি.সি.এস.(বিশেষ) পরীক্ষায় ৬৮৩টি শূন্য পদের বিপরীতে ৩,১২,৭৫২ জন প্রার্থী এবং ৫০তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় ১৭৬০টি শূন্য পদের বিপরীতে ২,৯০,৯৬৫ জন প্রার্থী আবেদন করেছেন। এছাড়াও নন-ক্যাডার কোন কোন পদে লক্ষাধিক প্রার্থী আবেদন করে থাকে। ২০২৫ সালে কমিশন কর্তৃক গৃহীত নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণির [৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেড] পদে ০৭টি বাছাই পরীক্ষা, ১৮টি লিখিত পরীক্ষা, ০৭টি ব্যবহারিক পরীক্ষা ও ৪৬ ক্যাটাগরি পদের মৌখিক পরীক্ষা এবং দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম ও ১২তম গ্রেড] পদে ১০টি বাছাই পরীক্ষা, ১৮টি লিখিত পরীক্ষা, ০১টি ব্যবহারিক পরীক্ষা ও ১৭ ক্যাটাগরি পদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও, পুলের আওতায় ৫৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (১০ম গ্রেড) পদে ০১টি বাছাই ও ০১টি লিখিত পরীক্ষা এবং ১৯টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কর্মকর্তা (১০ম গ্রেড) পদে ০১টি বাছাই পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে।

কমিশনের নিজস্ব জনবলের সাহায্যে প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক প্রার্থীর জন্য শতাধিক নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণের বিশাল কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় নিয়োগ পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে কমিশন কর্তৃক বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের সহায়তা গ্রহণ করা হয়। কমিশন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নকারক, মডারেটর, পরীক্ষক, নিরীক্ষক ও মৌখিক পরীক্ষার বিশেষজ্ঞ নিয়োগের জন্য সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা নির্ধারণ করে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী কর্মরত এবং অবসরপ্রাপ্ত উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক, খ্যাতিমান সাংবাদিক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রশ্নকারক, মডারেটর, পরীক্ষক, নিরীক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে। কমিশন থেকে বিশেষজ্ঞ এবং পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাজে কোন রকম হস্তক্ষেপ করা হয় না। তবে উপযুক্ত প্রার্থী বাছাইয়ে প্রশ্নপত্রের গুণগতমান নিশ্চিত করতে কমিশন কর্তৃক প্রতিযোগিতামূলক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন/মডারেশন বিষয়ক দিক নির্দেশনামূলক নীতিমালা প্রদান করা হয়। এ ছাড়াও পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মডারেশনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সাথে নিয়মিত সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়নের কোন পর্যায়েই কমিশনের চেয়ারম্যান/সদস্য/কর্মকর্তাবৃন্দ সরাসরি সম্পৃক্ত থাকেন না। সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান এবং কমিশন কর্তৃক প্রণীত নীতিমালার ভিত্তিতে পরীক্ষা পরিচালনায় কমিশন সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে থাকে। কমিশন কর্তৃক গৃহীত প্রতিটি নিয়োগ পরীক্ষার জন্য বহুসংখ্যক সেটের প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়। কোন প্রশ্নপত্রটি পরীক্ষায় ব্যবহৃত হবে তা পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ৩০ মিনিট পূর্বে লটারির মাধ্যমে কমিশন সভায় নির্ধারণ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট হল কর্তৃপক্ষকে SMS-এর মাধ্যমে জানানো হয়। তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর বর্তমান পদ্ধতিতে নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণের ফলে পরীক্ষা গ্রহণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

প্রিলিমিনারি ও লিখিত পরীক্ষায় Double Lithocode এবং গোপন সিরিজ নম্বর ও বারকোডযুক্ত উত্তরপত্র প্রবর্তন করা হয়েছে। লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষকের মাধ্যমে ম্যানুয়ালি মূল্যায়ন করা হয়। লিথোকোড ব্যবহারের ফলে চূড়ান্ত পর্যায়ে কম্পিউটারে লিথোকোড ম্যাচিং-এর পূর্বে কোন উত্তরপত্রটি কোন প্রার্থীর উত্তরপত্র মূল্যায়নকালে তা কোনভাবেই শনাক্ত করা সম্ভব নয়। ফলে উত্তরপত্রের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে এবং প্রতিটি নিয়োগ পরীক্ষায় শতভাগ স্বচ্ছতা ও নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বজায় রেখে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বি.সি.এস. এর লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের লক্ষ্যে প্রচলিত পদ্ধতির বিপরীতে কমিশন পরীক্ষামূলকভাবে **"সার্কুলার পদ্ধতি"**তে খাতা মূল্যায়নের কার্যক্রম শুরু করেছে। এ পদ্ধতিতে একটি উত্তরপত্র নির্দিষ্ট নিয়মে একাধিক পরীক্ষকের কাছে ঘুরে ঘুরে মূল্যায়িত হয়। এ ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র কোডিং করা থাকে, ফলে পরীক্ষকের সামনে পরীক্ষার্থীর পরিচয় প্রকাশ পায় না। একজন পরীক্ষক পুরো খাতা না দেখে নির্দিষ্ট প্রশ্ন বা অংশ মূল্যায়ন করেন, পরে নিরীক্ষণের মাধ্যমে নম্বর সমন্বয় করা হয়। এতে ব্যক্তিগত পক্ষপাত কমে, মূল্যায়নে ভারসাম্য আসে এবং মুখস্থ বিদ্যা নয় বরং প্রাসঙ্গিকতা, কাঠামো, যুক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতে প্রকৃত মেধার সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হচ্ছে। উল্লেখ্য, ৩৮তম বি.সি.এস. থেকে লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র পারস্পরিক বিনিময়ের মাধ্যমে দুইজন পরীক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন করা হতো।

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে কমিশনের চেয়ারম্যান/সদস্য এক একটি বোর্ডে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। বোর্ডে ক্যাডার/পদসংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ন্যূনতম যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা এবং বিষয়ভিত্তিক একজন বিশেষজ্ঞ উপস্থিত থাকেন। মৌখিক পরীক্ষার নিরপেক্ষতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ২০-২৫ মিনিট পূর্বে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সিলগালা অবস্থায় সংশ্লিষ্ট বোর্ডে বিতরণ করা হয়। এ সময় বিভিন্ন বোর্ডের প্রার্থী এবং বোর্ড সদস্যদের নামের সিলকৃত তালিকাও সাক্ষাৎকার বোর্ডসমূহে বিতরণ করা হয়। বিতরণের পূর্বে কমিশনের কোন সদস্য ঐ দিন বোর্ড গ্রহণ করবেন এবং কোন প্রার্থী কোন বোর্ডে পরীক্ষা দিবেন ও কোন বিশেষজ্ঞ কোন বোর্ডের সদস্য তা কেউ জানতে পারে না। মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডের বিশেষজ্ঞদের অনুসরণীয় নির্দেশাবলি প্রণীত হয়েছে। ফলে বোর্ড চলাকালীন বোর্ড সদস্যগণ টেলিফোন বা মোবাইল ফোন ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকেন। প্রার্থীরাও মোবাইল ফোনসহ কমিশনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। ফলে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণে স্বচ্ছতা, গোপনীয়তা ও নিরপেক্ষতা পুরোপুরি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রস্তুতির ক্ষেত্রে গোপনীয়তা, স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করে বিদ্যমান বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়। কমিশনের তত্ত্বাবধানে তথ্য-প্রযুক্তি শাখা ও পরীক্ষা শাখার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ফলাফল প্রস্তুত ও যথাযথ পদ্ধতিতে যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে যথার্থতা নিশ্চিত করে থাকেন।

### ২.২. বি.সি.এস. (ক্যাডার) পদে নিয়োগ পরীক্ষা পদ্ধতি

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রণীত বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা-২০১৪ অনুযায়ী বর্তমানে বি.সি.এস. এর নিম্নোক্ত ২৬টি ক্যাডারে উপযুক্ত প্রার্থী নিয়োগের উদ্দেশ্যে কমিশন কর্তৃক ৩ স্তরবিশিষ্ট পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

বি.সি.এস.-এর ২৬টি ক্যাডারের নাম (ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে)

| ক্রমিক নম্বর | ক্যাডারের নাম | Cadre Name | ক্যাডারের ধরণ |
|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) |
| ১. | বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) | BCS (Administration) | সাধারণ ক্যাডার |
| ২. | বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (কৃষি) | BCS (Agriculture) | কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার |
| ৩. | বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (আনসার) | BCS (Ansar) | সাধারণ ক্যাডার |
| ৪. | বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (নিরীক্ষা ও হিসাব) | BCS (Audit and Accounts) | সাধারণ ক্যাডার |
| ৫. | বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (সমবায়) | BCS (Cooperative) | সাধারণ এবং কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার |
| ৬. | বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (শুল্ক ও আবগারি) | BCS (Excise and Duty) | সাধারণ ক্যাডার |
| ৭. | বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পরিবার পরিকল্পনা) | BCS (Family Planning) | সাধারণ ক্যাডার |
| ৮. | বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (মৎস্য) | BCS (Fisheries) | কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার |
| ৯. | বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (খাদ্য) | BCS (Food) | সাধারণ এবং কারিগরি/ পেশাগত ক্যাডার |
| ১০. | বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পররাষ্ট্র) | BCS (Foreign Affairs) | সাধারণ ক্যাডার |
| ১১. | বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বন) | BCS (Forestry) | কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার |
| ১২. | বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (সাধারণ শিক্ষা) | BCS (General Education) | কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার |
| ১৩. | বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (স্বাস্থ্য) | BCS (Health) | কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার |
| ১৪. | বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (তথ্য) | BCS (Information) | সাধারণ এবং কারিগরি/ পেশাগত ক্যাডার |
| ১৫. | বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পশু সম্পদ) | BCS (Livestock) | কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার |
| ১৬. | বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পুলিশ) | BCS (Police) | সাধারণ ক্যাডার |
| ১৭. | বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (ডাক) | BCS (Postal) | সাধারণ ক্যাডার |
| ১৮. | বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল) | BCS (Public Health Engineering) | কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার |
| ১৯. | বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (গণপূর্ত) | BCS (Public Works) | কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার |
| ২০. | বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (রেলওয়ে প্রকৌশল) | BCS (Railway Engineering) | কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার |
| ২১. | বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (রেলওয়ে পরিবহন ও বাণিজ্যিক) | BCS (Railway Transport and Commercial) | সাধারণ ক্যাডার |
| ২২. | বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (সড়ক ও জনপথ) | BCS (Roads and Highways) | কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার |
| ২৩. | বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পরিসংখ্যান) | BCS (Statistics) | কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার |
| ২৪. | বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (কর) | BCS (Tax) | সাধারণ ক্যাডার |
| ২৫. | বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (কারিগরি শিক্ষা) | BCS (Technical Education) | কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার |
| ২৬. | বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বাণিজ্য) | BCS (Trade) | সাধারণ এবং কারিগরি/ পেশাগত ক্যাডার |

## বি.সি.এস. এর তিন স্তর বিশিষ্ট পরীক্ষা পদ্ধতি

বি.সি.এস. (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা-২০১৪ এর বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে উপযুক্ত প্রার্থী মনোনয়নের উদ্দেশ্যে সরকারী কর্ম কমিশন নিম্নোক্ত ৩ স্তর বিশিষ্ট নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে:

প্রথম স্তর : ২০০ নম্বরের MCQ Type প্রিলিমিনারি টেস্ট।

দ্বিতীয় স্তর : প্রিলিমিনারি টেস্টে কৃতকার্য প্রার্থীদের জন্য ৯০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা।

তৃতীয় স্তর : লিখিত পরীক্ষায় কৃতকার্য প্রার্থীদের জন্য ২০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা।

### প্রথম স্তর : ২০০ নম্বরের MCQ Type প্রিলিমিনারি টেস্ট

শূন্য পদের তুলনায় প্রার্থী সংখ্যা বিপুল হওয়ায় লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ত প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা-২০১৪ এর বিধি-৭ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ২০০ নম্বরের MCQ Type প্রিলিমিনারি টেস্ট গ্রহণ করে থাকে। বি.সি.এস. পরীক্ষা বিধিমালা-২০১৪ এর বিধানমতে ৩৫তম বি.সি.এস. পরীক্ষা হতে ২০০ নম্বরের ২ ঘণ্টা সময়ে নিম্নোক্ত ১০টি বিষয়ের ওপর MCQ Type প্রিলিমিনারি টেস্ট গ্রহণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে :

**প্রিলিমিনারি টেস্টের বিষয় ও নম্বর বণ্টন**

| ক্রমিক নম্বর | বিষয়ের নাম | নম্বর বণ্টন |
|---|---|---|
| ১. | বাংলা ভাষা ও সাহিত্য | ৩৫ |
| ২. | ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য | ৩৫ |
| ৩. | বাংলাদেশ বিষয়াবলি | ৩০ |
| ৪. | আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি | ২০ |
| ৫. | ভূগোল (বাংলাদেশ ও বিশ্ব), পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা | ১০ |
| ৬. | সাধারণ বিজ্ঞান | ১৫ |
| ৭. | কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি | ১৫ |
| ৮. | গাণিতিক যুক্তি | ১৫ |
| ৯. | মানসিক দক্ষতা | ১৫ |
| ১০. | নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন | ১০ |
| | মোট | ২০০ |

### দ্বিতীয় স্তর : ৯০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা (গড় পাস নম্বর ৫০%)

প্রিলিমিনারি টেস্টে কমিশন কর্তৃক কৃতকার্য প্রার্থীদের ৯০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী ২৬টি ক্যাডার **সাধারণ ক্যাডার এবং কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার** এই দুই ক্যাটাগরিতে বিভক্ত:

ক. সাধারণ ক্যাডারের প্রার্থীদের জন্য ৯০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা।

খ. কারিগরি/পেশাগত ক্যাডারের প্রার্থীদের ৯০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা

**ক. সাধারণ ক্যাডারের প্রার্থীদের জন্য লিখিত পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক নম্বর বণ্টন**

| ক্রমিক নম্বর | আবশ্যিক বিষয় | নম্বর বণ্টন |
|---|---|---|
| ১. | বাংলা | ২০০ |
| ২. | ইংরেজি | ২০০ |
| ৩. | বাংলাদেশ বিষয়াবলি | ২০০ |
| ৪. | আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি | ১০০ |
| ৫. | গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা | ১০০ |
| ৬. | সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | ১০০ |
| | মোট | ৯০০ |

**খ. কারিগরি/পেশাগত ক্যাডারের প্রার্থীদের জন্য লিখিত পরীক্ষা বিষয়ভিত্তিক নম্বর বণ্টন**

| ক্রমিক নম্বর | আবশ্যিক বিষয় | নম্বর বণ্টন |
|---|---|---|
| ১. | বাংলা | ১০০ |
| ২. | ইংরেজি | ২০০ |
| ৩. | বাংলাদেশ বিষয়াবলি | ২০০ |
| ৪. | আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি | ১০০ |
| ৫. | গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা | ১০০ |
| ৬. | পদ-সংশ্লিষ্ট বিষয় | ২০০ |
| | মোট | ৯০০ |

### পদ সংশ্লিষ্ট (Job-related) বিষয়ের পরীক্ষা

যে সকল প্রার্থী সাধারণ ও কারিগরি/পেশাগত উভয় ক্যাডারের পদের জন্য পছন্দক্রম প্রদান করেন, তাদেরকে সাধারণ ক্যাডারের জন্য নির্ধারিত বিষয়ের ৯০০ নম্বরের অতিরিক্ত সংশ্লিষ্ট পদ বা সার্ভিসের জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ের ২০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা দিতে হয়। এছাড়াও, কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাধারণ ও কারিগরি/পেশাগত উভয় ক্যাডারের প্রার্থীদেরকে কারিগরি/পেশাগত ক্যাডারের ০০১ কোডের ১০০ নম্বরের এবং সাধারণ ক্যাডারের ০০২ কোডের ২০০ নম্বরের উভয় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। এটি ৪৫তম বি.সি.এস থেকে কার্যকর হচ্ছে।

### তৃতীয় স্তর : বি.সি.এস. এর ২০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা (পাস নম্বর ৫০%)

বি.সি.এস. এর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ২০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। মৌখিক পরীক্ষায় পাশ নম্বর ৫০%।

### বি.সি.এস. পরীক্ষার সাক্ষাৎকার বোর্ড গঠন

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের উপযুক্ততা নির্ধারণের জন্য বি.সি.এস. পরীক্ষা বিধিমালার বিধান অনুযায়ী কমিশন মৌখিক পরীক্ষার বোর্ড গঠন করে থাকে:

| | | |
|---|---|---|
| ১. | কমিশনের চেয়ারম্যান/সদস্য | বোর্ড চেয়ারম্যান |
| ২. | সরকার কর্তৃক মনোনীত যুগ্মসচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তা | বোর্ড সদস্য |
| ৩. | কমিশন কর্তৃক মনোনীত বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ | বোর্ড সদস্য |

### ২.৩. ৪৪ তম বি.সি.এস. পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য বিবরণী

- দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যবৃন্দ : অধ্যাপক ড.নূরজাহান বেগম [০২.১২.২০২১ থেকে ১৮.০৭.২০২৩]
  : জনাব জাহিদুর রশিদ [১৯.০৭.২০২৩ থেকে ০৮.১০.২০২৪]
  : ডা. মোঃ আমিনুল ইসলাম [২১.১১.২০২৪ থেকে ৩১.১২.২০২৫]
- জনপ্রশাসনমন্ত্রণালয় কর্তৃক শূন্য পদের অধিযাচন (Requisition) প্রেরণের তারিখ : ২৪.১১.২০২১
- বিভিন্ন ক্যাডারে বিজ্ঞাপিত শূন্য পদের সংখ্যা : ১,৭১০
- কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞাপন জারির তারিখ : ৩০.১১.২০২১
- আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ : ৩১.০১.২০২২ [সন্ধ্যা ৬.০০ টা]
- মোট আবেদনকারীর সংখ্যা : ৩,৫০,৭১৬
- প্রিলিমিনারি টেস্ট অনুষ্ঠানের তারিখ : ২৭.০৫.২০২২
- প্রিলিমিনিরি টেস্ট-এ উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ২,৭৪,০৭৬
- প্রিলিমিনারি টেস্ট এর ফলাফল প্রকাশের তারিখ : ২২.০৬.২০২২
- প্রিলিমিনিরি টেস্ট-এ উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা : ১৫,৭০৮
- লিখিত পরীক্ষা শুরু হওয়ার তারিখ : ২৯.১২.২০২২
- লিখিত পরীক্ষা শেষ হওয়ার তারিখ : ১১.০১.২০২৩
- লিখিত পরীক্ষায় উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ১৪,৪৬৩
- লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা : ১১,৭৩২
- লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের তারিখ : ০৩.০৪.২০২৪

- মৌখিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার তারিখ : ২২.১২.২০২৪
- মৌখিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার তারিখ : ৩০.০৭.২০২৫
- মৌখিক পরীক্ষায় উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ১০,৪৯৪
- মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা : ৮৭৯০
- সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীর সংখ্যা : ১৬৭৬
- চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশের তারিখ : ১১.১১.২০২৫

[পরিশিষ্ট-২.১]

## ২.৪. ৪৫তম বি.সি.এস. পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য বিবরণী

- দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যবৃন্দ : জনাব এস.এম. গোলাম ফারুক [০৬.০৭.২০২২-০৪.১২.২০২২]
  : অধ্যাপক ডাঃ উত্তম কুমার সাহা [০১.০১.২০২৪-০৮.১০.২০২৪]
  : জনাব মোঃ সুজায়েত উল্যা [২১.১১.২০২৪ থেকে ৩১.১২.২০২৫]
- জন প্রশাসনমন্ত্রণালয় কর্তৃক শূন্য পদের অধিযাচন (Requisition) প্রেরণের তারিখ : ১৪.১১.২০২২
- বিভিন্ন ক্যাডারে বিজ্ঞাপিত শূন্য পদের সংখ্যা : ২,৩০৯
- কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞাপন জারির তারিখ : ৩০.১১.২০২২
- আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ : ৩১.১২.২০২২ [সন্ধ্যা ৬ টা]
- মোট আবেদনকারীর সংখ্যা : ৩,৪৬,৯২২
- প্রিলিমিনারি টেস্ট অনুষ্ঠানের তারিখ : ১৯.০৫.২০২৩
- প্রিলিমিনারি টেস্ট-এ উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ২,৬৮,১১৯
- প্রিলিমিনারি টেস্ট-এর ফলাফল প্রকাশের তারিখ : ০৬.০৬.২০২৩
- প্রিলিমিনারি টেস্ট-এ উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা : ১২,৭৮৯
- লিখিত পরীক্ষা শুরু হওয়ার তারিখ : ২৩.০১.২০২৪
- লিখিত পরীক্ষায় শেষ হওয়ার তারিখ : ৩১.০১.২০২৪
- লিখিত পরীক্ষায় উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ১১,২০৮
- লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা : ৬৫৫৮
- লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের তারিখ : ১৮.০৬.২০২৫
- মৌখিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার তারিখ : ০৮.০৭.২০২৫
- মৌখিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার তারিখ : ১১.১১.২০২৫
- মৌখিক পরীক্ষায় উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ৬,২১১
- সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীর সংখ্যা : ১৮০৭ (বিসিএস ক্যাডার) এবং ৫৪৫ (নন ক্যাডার)
- চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশের তারিখ : ২৬.১১.২০২৫(বিসিএস ক্যাডার) এবং ২৭.১১.২০২৫(নন ক্যাডার)

[পরিশিষ্ট- ২.১ ]

## ২.৫. ৪৬ তম বি.সি.এস. পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য বিবরণী

| | | |
|---|---|---|
| • দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যবৃন্দ | : | জনাব এস.এম. গোলাম ফারুক<br>[০১.০১.২০২৩ থেকে ৩০.০১.২০২৩]<br><br>জনাব ফয়েজ আহম্মদ<br>[৩১.০১.২০২৩ থেকে ২৭.১২.২০২৩]<br><br>ড.মুবিনা খোন্দকার<br>[২৮.১২.২০২৩ থেকে ০৮.১০.২০২৪]<br><br>ড. নূরুল কাদির<br>[২১.১০.২০২৪-২১.১১.২০২৪]<br><br>জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম ভূঁইয়া<br>[২১.১১.২০২৪ থেকে ৩১.১২.২০২৫] |
| • জন প্রশাসনমন্ত্রণালয় কর্তৃক শূন্য পদের অধিযাচন (Requisition) প্রেরণের তারিখ | : | ০৬.১১.২০২৩ |
| • বিভিন্ন ক্যাডারে বিজ্ঞাপিত শূন্য পদের সংখ্যা | : | ৩,১৪০ |
| • কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞাপন জারির তারিখ | : | ৩০.১১.২০২৩ |
| • আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ | : | ৩১.১২.২০২৩ [সন্ধ্যা ৬ টা] |
| • মোট আবেদনকারীর সংখ্যা | : | ৩,৩৮,০১৭ |
| • প্রিলিমিনারি টেস্ট অনুষ্ঠানের তারিখ | : | ২৬.০৪.২০২৪ |
| • প্রিলিমিনারি টেস্ট-এ উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা | : | ২,৫৪,৫৬১ |
| • প্রিলিমিনারি টেস্ট-এর ফলাফল প্রকাশের তারিখ | : | ২৭.১১.২০২৪ |
| • প্রিলিমিনারি টেস্ট-এ উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা | : | ২১,৩৯৭ |
| • লিখিত পরীক্ষা শুরু হওয়ার তারিখ | : | ২৪.০৭.২০২৫ |
| • লিখিত পরীক্ষা শেষ হওয়ার তারিখ | : | ২১.০৮.২০২৫ |
| লিখিত পরীক্ষায় উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা | | ১৫০২৩ |
| • লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা | : | ৪০৪২ |
| • লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের তারিখ | : | ২৭.১১.২০২৫ |
| • মৌখিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার তারিখ | : | ২৮.১২.২০২৫ |
| • মৌখিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার তারিখ | : | মৌখিক পরীক্ষা চলমান। |

[পরিশিষ্ট – ২.১]